শিক্ষকের আলোচ্য	বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ- জীবনী সাহিত্য, অনুবাদ, প্রণয়োপাখ্যান, লোক সাহিত্য, পুঁথি, দোভাষী সাহিত্য এবং পালাগান

চৈতন্যযুগের জীবনী সাহিত্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

পরিচয়	◙ শ্রী চৈতন্যদেব ও তাঁর কতিপয় শিষ্যের জীবন-কাহিনি নিয়ে জীবনী সাহিত্যের সৃষ্টি। ◙ চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থকে কড়চা বলা হয়। ◙ চৈতন্যদেবের জীবনী সাহিত্য প্রথম রচিত হয় সংস্কৃত ভাষায়।
রচয়িতা	◙ সংস্কৃত ভাষায় প্রথম চৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থ **'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত'**-এর লেখক **মুরারি গুপ্ত**। ◙ বাংলা ভাষায় চৈতন্য জীবনীর প্রথম লেখক **বৃন্দাবন দাস (শ্রীচৈতন্যভাগবত)**। বাংলা জীবনী সাহিত্যের আদি কবি। ◙ সবচেয়ে তথ্যবহুল চৈতন্য জীবনীগ্রন্থের রচয়িতা **কৃষ্ণদাস কবিরাজ (শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত)**। ◙ অন্যান্য রচয়িতাদের মধ্যে লোচনদাস, জয়ানন্দ, গোবিন্দ দাস উল্লেখযোগ্য।
চৈতন্যদেব	◙ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক। ◙ তার জন্ম নবদ্বীপে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে। ◙ তার ডাক নাম নিমাই এবং পিতৃপ্রদত্ত নাম বিশ্বম্ভর মিশ্র। ◙ তার জীবনী রচনার মাধ্যমেই বাংলা জীবনী সাহিত্য রচনা শুরু হয়। ◙ বাংলা সাহিত্যে একটি পঙক্তিও না লিখে তার নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

সময়কাল	◙ বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ কাব্যের সূচনা হয় মধ্যযুগে।
ধরন	◙ বাংলা সাহিত্যে মূলত তিন ধরনের অনুবাদ কর্ম দেখা যায়। এগুলো হলো: ১. সংস্কৃত সাহিত্য থেকে, ২. হিন্দি থেকে এবং ৩. আরবি-ফারসি সাহিত্য থেকে। ◙ সংস্কৃত সাহিত্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ- রামায়ণ ও মহাভারত। ◙ হিন্দি সাহিত্য থেকে পদ্মাবতী, মধুমালতী ইত্যাদি। ◙ আরবি-ফারসি সাহিত্য থেকে ইউসুফ জোলেখা, লায়লী-মজনু, তোহফা ইত্যাদি।
রামায়ণ	◙ মূল রামায়ণ রচনা করেন বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষায়। ◙ বাংলা ভাষায় রামায়ণের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝাঁ। ◙ বাংলা ভাষায় রামায়ণের প্রথম মহিলা অনুবাদক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী।
মহাভারত	◙ মূল মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বা ব্যাসদেব। ◙ বাংলা ভাষায় মহাভারতের প্রথম অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর। ◙ বাংলা ভাষায় মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাস।
আল-কুরআন	◙ বাংলা ভাষায় আল-কুরআন প্রথম অনুবাদ করেন ভাই গিরীশচন্দ্র সেন।

প্রণয়োপাখ্যান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

পরিচয়	◙ বাংলা সাহিত্যে প্রণয় উপাখ্যান ধারার সূচনা হয় মধ্য যুগে মুসলমান সাহিত্যিকদের হাত ধরে । ◙ প্রণয় উপাখ্যান সমূহ মূলত অনুবাদ সাহিত্য ধারার রচনা । তবে কিছু মৌলিক প্রণয় উপাখ্যানের সন্ধানও পাওয়া যায় ।
ধরন	◙ বাংলা সাহিত্যে মূলত দুই ধরনের অনুদীত প্রণয় উপাখ্যান পাওয়া যায় । আরবি ফারসী থেকে এবং হিন্দি থেকে ।
আরবি-ফারসি থেকে	◙ ফারসি সাহিত্য **ইউসুফ ওয়া জুলায়খা** থেকে **ইউসুফ জুলেখা** অনুবাদ করেন **বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি** এবং **প্রণয়কাব্য ধারা প্রথম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর** । এছাড়াও আবদুল হাকিম, ফকীর গরীবুল্লাহ প্রমুখ এই কাব্য রচনা করেন । ◙ **লায়লা ও মাজনুন** থেকে **লায়লী মজনু** রচনা করেন **দৌলত উজির বাহরাম খান** । ◙ সপ্ত পয়কর, সিকান্দার নামা, তোহফা, সয়ফুলমুলক-বদিউজ্জামান রচনা করেন মধ্য যুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি আলাওল ।
হিন্দি থেকে	◙ হিন্দি কাব্য মৈনাসত থেকে সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী রচনা করেন দৌলত কাজী এবং আলাওল । ◙ পদুমাবৎ থেকে পদ্মাবতী রচনা করেন আলাওল ।

লোকসাহিত্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

পরিচয়	◙ লোকসাহিত্য হলো জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গাথা, কাহিনি, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদি । লোকসাহিত্যের উপাদান হলো জনশ্রুতিমূলক বিষয় । বহুদিন পূর্বের কোনো ঘটনা বা কাহিনি লোক পরম্পরায় কল্পনারূপক হয়ে লোকসাহিত্যে স্থান পায় ।
ধরন	◙ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লোক কথাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন । যথা –১) রূপকথা, ২) উপকথা ও ৩) ব্রতকথা ।
অন্যান্য	◙ লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি ছড়া । ◙ এক শ্রেণীর আখ্যানমূলক লোকগীতিকে বাংলা সাহিত্যে গীতিকা বলা হয় । ইংরেজিতে এর নাম Ballad । ◙ ফারসি 'Ballet' শব্দ থেকে 'Ballad' শব্দটি এসেছে, যার অর্থ নৃত্য । ◙ 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' প্রকাশিত হয় ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় । ◙ মৈমনসিংহ গীতিকার অধিকাংশ পালার সংগ্রাহক চন্দকুমার দে । ◙ বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের প্রখ্যাত গবেষক ড. আশরাফ সিদ্দিকী । ◙ মৈমনসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে । ◙ 'দেওয়ানা মদিনা' পালাটির রচয়িতা- মনসুর বয়াতি । ◙ 'মৈমনসিংহ গীতিকার' মহুয়া পালাটির রচয়িতা - দ্বিজ কানাই ।

মর্সিয়া সাহিত্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

পরিচয়	◙ মর্সিয়া শব্দের অর্থ শোক প্রকাশ করা । এটি আরবি শব্দ । কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসেন ও অন্যান্য শহীদকে উপজীব্য করে মর্সিয়া সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে ।
অন্যান্য	◙ শেখ ফয়জুল্লাহ, মুহম্মদ খান, শেখ সেরবাজ, হায়াত মামুদ মর্সিয়া সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনাকারী । ◙ ইংরেজ আমলে 'জঙ্গনামা' নামক মর্সিয়া কাব্য রচনা করেন ফকির গরীবুল্লাহ্ ।

কবিগান, পুঁথি সাহিত্য, টপ্পাগান এবং পাঁচালী গান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

কবিগান	▣ মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য কবিওয়ালার নিজেদের মধ্যে বিতর্কের জন্য যে গান রচনা করত তাই কবিগান। ▣ কবি গানের আদি গুরু গোঁজলা গুঁই। ▣ কবিগানের অন্যান্য কবিওয়ালা ছিলেন- ভবানী বেনে, ভোলা ময়রা, হরু ঠাকুর প্রমুখ। ▣ এন্টনি ফিরিঙ্গি ছিলেন পতুগিজ বংশোদ্ভূত কবিওয়ালা।
পুঁথিসাহিত্য	▣ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত আরবি-ফারসি শব্দ মিশ্রিত ইসলামি চেতনাসম্পৃক্ত সাহিত্যই পুঁথি সাহিত্য। ▣ আরবি-ফারসি শব্দের প্রাচুর্যের কারণে একে দোভাষী পুঁথি বলা হয়। ▣ একে বটতলার পুঁথি নামেও অভিহিত করা হয়। ▣ পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক কবি-ফকির গরীবুল্লাহ। ▣ অন্যান্য কবিদের মধ্যে আছেন- সৈয়দ হামজা, আবদুর রহিম, কবি কৃষ্ণদাস প্রমুখ।
টপ্পাগান	▣ টপ্পাগানের জনক নিধু বাবু বা রামনিধি গুপ্ত। ▣ টপ্পাগান থেকেই আধুনিক গীতিকবিতার সূত্রপাত।
পাঁচালী গান	▣ পাঁচালী গানের সবচেয়ে শক্তিশালী কবি দাশরথি রায়।

যুগ সন্ধিক্ষণ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

পরিচয়	▣ এই সময়ের ব্যাপ্তী ১৭৬০-১৮৬০ পর্যন্ত। ▣ ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের মৃত্যুর মাধ্যমে এই যুগের সূচনা। ▣ অনেকেই এই সময়কে অবক্ষয়ের যুগ বলেন। ▣ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়।
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	▣ তিনি যুগসন্ধিক্ষনের একমাত্র প্রতিনিধি স্থানীয় কবি। ▣ তার সম্পাদিত পত্রিকার নাম সম্বাদ প্রভাকর।

শিক্ষকের আলোচ্য — বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিষয়াবলি ও প্রকাশনা

বিষয়	নাম	লেখক	সাল
রোমান অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ	পর্তুগিজ-বাংলা অভিধান	মনোয়েল দ্য অ্যাসসুম্পসাঁও	১৭৪৩
ছাপার অক্ষরে প্রথম বাংলা বই	কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ	মনোয়েল দ্য অ্যাসসুম্পসাঁও	১৭৪৩
ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ	A Grammar of the Bengali Language	নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড	১৭৭৮
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ	কথোপকথন	উইলিয়াম কেরি	১৮০১
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ	বাংলা ব্যাকরণ	উইলিয়াম কেরি	১৮১৮
বাঙালি রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ	গৌড়ীয় ব্যাকরণ	রামমোহন রায়	১৮৩২

বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন	ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ	দোম এন্থনিও রোজারিও	
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	দীনেশচন্দ্র সেন	
ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ	নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	১৮৬০
বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন	চর্যাপদ	২৩/২৪ জন কবি	৬৫০-১২০০
মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন/ কবি	শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্য	বড়ু চণ্ডীদাস	চতুর্দশ শতক
প্রথম মুসলমান কবি/ প্রণয় উপাখ্যান	ইউসুফ-জোলেখা	শাহ্ মুহম্মদ সগীর	পনের শতক
বাঙালি রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত	রামরাম বসু	
বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস (বাঙালি কর্তৃক)	আলালের ঘরের দুলাল	প্যারীচাঁদ মিত্র	১৮৫৮
বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস (অবাঙালি কর্তৃক)	ফুলমনি ও করুনার বিবরণ	হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্স	১৮৫২
বাংলা প্রথম সার্থক উপন্যাস	দুর্গেশনন্দিনী	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৬৫
বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাটক/ পৌরাণিক নাটক	ভদ্রার্জুন	তারাচরণ শিকদার	১৮৫২
প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক/ সামাজিক নাটক	কুলীনকুলসর্বস্ব	রামনারায়ণ তর্করত্ন	
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য	মেঘনাদবধ কাব্য	মধুসূদন দত্ত	১৮৬১
বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি	কৃষ্ণকুমারী	মধুসূদন দত্ত	১৮৬১
বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন	একেই কি বলে সভ্যতা?	মধুসূদন দত্ত	১৮৫৯
বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নাটক	শর্মিষ্ঠা	মধুসূদন দত্ত	
বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিয়োগান্ত্ম নাটক	কীর্তিবিলাস	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	
প্রথম মহিলা উপন্যাসিক		স্বর্ণকুমারী দেবী	
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি		চন্দ্রাবতী	
পদাবলীর প্রথম কবি		চণ্ডীদাস	
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম রচিত নাটক	বসন্তকুমারী	মীর মশাররফ হোসেন	
বাংলা সাহিত্যের প্রথম জীবনীকাব্য	শ্রীচৈতন্যভাগবত	বৃন্দাবন দাস	
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য	পদ্মিনী উপাখ্যান	রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়	
বাংলায় প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ	বেদান্ত গ্রন্থ	রাজা রামমোহন রায়	
চলিত গদ্যরীতির প্রথম মুখপত্র	সবুজপত্র	প্রমথ চৌধুরী	১৯১৪
বাংলায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িকী	দিকদর্শন	জনক্লার্ক মার্শম্যান	১৮১৮

কাব্য রচনাকারী প্রথম মুসলমান কবি		মোজাম্মেল হক	
বাংলা অক্ষার প্রথম খোদাইকারী		পঞ্চানন কর্মকার	১৭৭৮
একুশের প্রথম নাটক	কবর	মুনীর চৌধুরী	
একুশের প্রথম সাহিত্য সংকলন	একুশে ফেব্রুয়ারি	হাসান হাফিজুর রহমান	১৯৫২
বাংলাদেশের প্রথম প্রামাণ্যচিত্র	স্টপ জেনোসাইড	জহির রায়হান	১৯৭১
একুশের প্রথম উপন্যাস	আরেক ফাল্গুন	জহির রায়হান	
বাংলা ভাষার অদি কবি	১নং চর্যা	লুইপা	৬৮০
বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতিকবি		বিহারীলাল চক্রবর্তী	
বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক বোধসম্পন্ন কবি		ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	
বাংলা সাহিত্যে প্রথম ত্রয়ী মহাকাব্য রচনাকারী		নবীনচন্দ্র সেন	
পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক		দৌলত কাজী	
বাংলা ভাষায় প্রথম ইসলামী গান ও গজল রচনাকারী		কাজী নজরুল ইসলাম	
বাংলা সাহিত্যের প্রথম যতিচিহ্নের ব্যবহারকারী		ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	
বাংলায় কুরআন শরীফের প্রথম অনুবাদক		ভাই গিরিশচন্দ্র সেন	
রাময়ণ-এর প্রথম অনুবাদক		কৃত্তিবাস	
বাংলায় মহাভারত-এর প্রথম অনুবাদক		কাশীরাম দাস	
ময়মনসিংহ গীতিকার প্রথম ইংরেজি অনুবাদক		দীনেশচন্দ্র সেন	

শিক্ষকের আলোচ্য | **বাংলা সাহিত্যিকগণের উপাধি**

সাহিত্যিক	উপাধি
বিদ্যাপতি	মিথিলার কোকিল
ভারতচন্দ্র	রায় গুণাকর, প্রথম নাগরিক কবি
মালাধর বসু	গুণরাজ খান
বাহরাম খান	দৌলত উজীর
আলাওল	মহাকবি

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	কবিকঙ্কণ
প্যারীচাঁদ মিত্র	বাংলা উপন্যাস ধারার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	যুগসন্ধিক্ষণের কবি
ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা	'বিদ্যাসাগর' তার উপাধি, বাংলা গদ্যের জনক, যতি বা বিরামচিহ্নের প্রবর্তক
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাহিত্য সম্রাট, বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অপরাজেয় কথাশিল্পী
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উদ্যোক্তা, বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি, 'দত্তকুলোদ্ভব' কবি
প্রথম চৌধুরী	চলিতরীতির প্রবর্তক
বিহারীলাল চক্রবর্তী	বাংলা গীতিকবিতার জনক, ভোরের পাখি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বকবি : ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে এই উপাধি দেন, কবিগুরু, বাংলা ছোটগল্পের জনক
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	ছন্দের জাদুকর
গোলাম মোস্তফা	কাব্য সুধাকর
আব্দুল করিম	সাহিত্যবিশারদ
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	ভাষাতত্ত্ববিদ
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলার মিল্টন
নজিবর রহমান	সাহিত্যরত্ন
রামনারায়ণ	তর্করত্ন
নূরন্নেসা খাতুন	সাহিত্য সরস্বতী
সুফিয়া কামাল	শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি, জননী সাহসিকা
বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত	বাংলাদেশের নারী জাগরণের অগ্রদূত
নজরুল ইসলাম	জাতীয় কবি, বিদ্রোহী কবি
জীবনানন্দ দাশ	প্রকৃতির কবি, রূপসী বাংলার কবি, তিমির হননের কবি, নির্জনতার কবি
জসীমউদ্‌দীন	পল্লীকবি
ফররুখ আহমদ	মুসলিম রেনেসাঁর কবি
গোবিন্দচন্দ্র দাস	স্বভাব কবি
মুকুন্দ দাস	চরণ কবি
হাসন রাজা	মরমী কবি
সমর সেন	আধুনিক যুগের নাগরিক কবি
শামসুর রাহমান	নাগরিক কবি
সুকান্ত ভট্টাচার্য	কিশোর কবি
বিষ্ণু দে	মার্কসবাদী কবি

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	ক্লাসিক কবি
মোজাম্মেল হক	শান্তিপুরের কবি
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	স্বপ্নাতুর কবি
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	পদাতিক কবি
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	দুঃখবাদী কবি
জাহানারা ইমাম	শহিদ জননী

শিক্ষকের আলোচ্য — বাংলা সাহিত্যিকগণের ছদ্মনাম

ছদ্মনাম	প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম	প্রকৃত নাম
বড়ু চণ্ডীদাস	অনন্ত বড়ু	মৌমাছি	বিমল ঘোষ
ভানুসিংহ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	জরাসন্ধ	চারুচন্দ্র চক্রবর্তী
টেকচাঁদ ঠাকুর	প্যারীচাঁদ মিত্র	যাযাবর	বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
হুতোম পেঁচা	কালীপ্রসন্ন সিংহ	নীহারিকা দেবী	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বনফুল	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	বানভট্ট	নীহাররঞ্জন গুপ্ত
গাজী মিয়াঁ	মীর মশাররফ হোসেন	পরশুরাম	রাজশখর বসু
কায়কোবাদ	কাজেম আল কোরেশী	কালকূট	সমরেশ বসু
শওকত ওসমান	শেখ আজিজুর রহমান	নীললোহিত	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
অবধূত	স্বামী কালিকানন্দ	বীরবল	প্রমথ চৌধুরী
সুনন্দ	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	দৃষ্টিহীন	মধুসূদন মজুমদার
সত্যসুন্দর দাস	মোহিতলাল মজুমদার	দাদাভাই	রোকনুজ্জামান খান

শিক্ষকের আলোচ্য — সন্ধি

সন্ধি বিষয়ক আলোচনা

সংজ্ঞা এবং সাধারণ তথ্য

- সন্নিহিত দুটো ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি। যেমন– অতি + ইত = অতীত, উৎ + যান = উদ্যান।
- সন্ধি ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।
- ক্রিয়া পদের সন্ধি হয়না।
- সন্ধির উদ্দেশ্য ২টি। এগুলো হলো:
  ক) সন্ধির উদ্দেশ্য স্বাভাবিক উচ্চরণে সহজপ্রবণতা এবং খ) ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন।

সন্ধির প্রকারভেদ	**সন্ধি ২ প্রকার :** ১. বাংলা সন্ধি, ২. সংস্কৃত সন্ধি । **বাংলা সন্ধি ২ প্রকার :** ১. স্বরসন্ধি, ২. ব্যঞ্জন সন্ধি । **সংস্কৃত সন্ধি ৩ প্রকার :** ১. স্বরসন্ধি, ২. ব্যঞ্জন সন্ধি ও ৩. বিসর্গ সন্ধি ।

স্বরসন্ধি

অ/আ + অ/আ = আ	**যেমন–** নর + অধম = নরাধম, হিম + আলয় = হিমালয়, যথা + অর্থ = যথার্থ, বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় ।
অ/আ + ই/ঈ = এ	**যেমন–** শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা, যথা + ইষ্ট + যথেষ্ট, পরম + ঈশ = পরমেশ, মহা + ঈশ = মহেশ । পূর্ণেন্দু, শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বেচ্ছা, নরেশ, রমেশ, নরেন্দ্র ইত্যাদি ।
অ/আ + উ/ঊ = ও	**যেমন–** সূর্য + উদয় + সূর্যোদয়, যথা + উচিত = যথোচিত, গৃহ + উর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব, গঙ্গা + উর্মি = গঙ্গোর্মি । এ রূপ– যথোপযুক্ত, হিতোপদেশ, পরোপকার, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি ।
অ/আ + ঋ = অর্	**যেমন–** দেব + ঋষি = দেবর্ষি, মহা + ঋষি = মহর্ষি । এ রূপ– অধমর্ণ, উত্তমর্ণ, সপ্তর্ষি, ইত্যাদি ।
অ/আ + ঋত = আর্ত	**যেমন–** শীত + ঋত = শীতার্ত, তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত । এরূপ– ভয়ার্ত, ক্ষুধার্ত ইত্যাদি ।
অ/আ + এ/ঐ = ঐ	**যেমন–** জন = এক = জনৈক, সদা = এব = সদৈব, মত + ঐক্য = মতৈক্য, মহা + ঐশ্বর্য = মশ্বৈর্য । এরুপ– হিতৈষী, সর্বৈর, অুলৈশ্বর্য ইত্যাদি ।
অ/আ + ও/ঔ = ঔ	**যেমন–** বন + ওষধি + বনৌষধি, মহা + ওষধি = মহৌষাধি, পরম + ঔষধ = পরমৌষধ, মহা + ঔষধ = মহৌষধ ।
ই/ঈ + ই/ঈ = ঈ	**যেমন–** অতি + ইত = অতীত, পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা, সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র, সতী + ঈশ = সতীশ । এ রুপ– গিরীন্দ্র, শ্রীশ, প্রতীত, রবীন্দ্র, দিল্লীশ্বর ইত্যাদি ।
ই/ঈ + অন্যস্বর = য্ + অন্যস্বর	**যেমন–** অতি + অন্ত + অত্যন্ত, ইতি + আদি = ইত্যাদি, অতি + উক্তি = অত্যুক্তি, নদী + অম্বু = নদ্যম্বু । এ রুপ– প্রত্যহ, অত্যধিক, গত্যন্তর, প্রত্যাশা, প্রত্যাবর্তন, আদ্যন্ত, যদাপি, পর্যন্ত, অভ্যুত্থান, অগ্ন্যুপাত, অত্যাশ্চর্য, প্রত্যুপকার ইত্যাদি ।
উ/ঊ + উ/ঊ	**যেমন–** মরু + উদ্যান = মরূদ্যান, বহু + উর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব, বধূ + উৎসব = বধূৎসব, ভূ + ঊধ্ব = ভূর্ধ্ব ।
উ/ঊ + অন্যস্বর = ব্ + অন্যস্বর	**যেমন–** সু + অল্প = স্বল্প, সু + আগত = স্বাগত, অনু + ইত = অন্বিত, তনু + ঈ = তন্বী, অনু + এষণ = অন্বেষণ । এ রূপ– পশ্বধম, পাশ্বধম, পশ্বাচার, অন্বয়, মন্বন্তর ইত্যাদি ।
ঋ + অন্যস্বর = র্ + অন্যস্বর	**যেমন–** পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়, পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ ।
এ + অন্যস্বর = অয়্ + অন্যস্বর ঐ + অন্যস্বর = আয়্ + অন্যস্বর ও + অন্যস্বর = অব্ + অন্যস্বর ঔ + অন্যস্বর = আব্ + অন্যস্বর	**যেমন–** নে + অন = নয়ন, শে + অন = শয়ন । **যেমন–** নৈ + অক = নায়ক, গৈ + অক = গায়ক । **যেমন–** পো + অন + পবন, লো + অন = লবণ, পৌ + অক = পাবক, গো + আদি = গবাদি, গবেষণা, পবিত্র ইত্যাদি । **যেমন–** নৌ + ইক + নাবিক, ভৌ + উক + ভাবুক ।
নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি	কুল + অটা = কুলটা, গো + অক্ষ = গবাক্ষ, প্র + এষণ + প্রেষণ, অন্য + অন্য + অন্যান্য, রক্ত + ওষ্ঠ = রক্তোষ্ঠ, প্র + উঢ় = পৌঢ়, সীমন + অত = সীমন্ত, মার্ত + অ- = মার্ত-, শুদ্ধ + ওদন + শুদ্ধোদন, স্ব + ঈর = স্বৈর ।

ব্যঞ্জন সন্ধি

ব্যঞ্জনসন্ধির প্রকারভেদ	১. ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরধ্বনি ২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি ৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জন ধ্বনি ।
ব্যঞ্জনসন্ধি + স্বরসন্ধি ক্, চ্, ট্, ত্, প্ + স্বরধ্বনি =	(ক্ + অ = গ) দিক্ + অন্ত = দিগন্ত, (চ্ + অ হ= জ) ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত, (ত্ + অ = দ) তৎ + অবধি = তদবধি, (প্ + অ = ব) সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত ।

গ, জ্, ড্, (ডু), দ্, ব +স্বরধ্বনি	
স্বরসন্ধি + ব্যঞ্জনসন্ধি স্বরধ্বনি + ছ = স্বরধ্বনি +চ্ছ	(অ+ ছ = চ্ছ) এক + ছত্র = একচ্ছত্র। (আ + ছ = চ্ছ) কথা + ছলে = কথাচ্ছলে। (ই + ছ = চ্ছ) পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ। এ রূপ- মুখচ্ছবি, বিচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, বিচ্ছিন্ন, অঙ্গচ্ছেদ, আলোকচ্ছটা, প্রতিচ্ছবি, প্রচ্ছদ, আচ্ছাদন, বৃক্ষচ্ছায়া, স্বচ্ছন্দে, অনুচ্ছেদ প্রভৃতি।
ত্/দ্ + চ/ছ = চ্ +চ/ছ	(ত্ + চ = চ্চ) সৎ +চিন্তা = সচ্চিন্তা। (ত্ + ছ = চ্ছ) উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ। (দ্ + চ = চ্চ) বিপদ্ + চায় = বিপচ্চয়। (দ + ছ = চ্ছ) বিপদ্ + ছায়া = বিপচ্ছায়া এ রূপ- উচ্চরণ, শরচ্চন্দ্র, সচ্চরিত্র, তচ্ছবি, প্রভৃতি।
ত্/দ্ + জ/ঝ = জ্ + জ/ঝ	(ত্ + জ = জ্জ) সৎ + জন = সজ্জন । (দ্ + জ = জ্জ) বিপদ্ + জনক = বিপজ্জনক। (ত্ + ঝ = জ্ঝ) = কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা। এ রূপ- উজ্জ্বল, যাবজ্জীবন, জগজ্জীবন ইত্যাদি।
ত্/দ্ + শ = চ্ছ	উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস। এ রূপ- চলচ্ছক্তি, উচ্ছৃঙ্খল ইত্যাদি।
ত্/দ্ + ড = ড্ড	উৎ + ডীন = উড্ডীন।
ত্/দ্ + হ = দ্ + ধ	(ত + হ = দ্ + ধ = দ্ধ) উৎ + হার = উদ্ধার। (দ্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ) পদ্ + হতি = পদ্ধতি। এ রূপ- উদ্ধৃত, উদ্ধত, তদ্ধিত ইত্যাদি।
ত্/দ্ + ল = ল্ + ল	(ত্ + ল = ল্ + ল = ল্ল) উৎ + লাস = উল্লাস। এ রূপ- উল্লেখ, উল্লিখিত, উল্লেখ্য, উল্লঙ্ঘন ইত্যাদি।
বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জন সন্ধি	উৎ + স্থান = উত্থান, সম্ + কার = সংস্কার, উৎ + স্থিত = উত্থিত, উৎ + স্থাপন = উত্থাপন, সম্ + কৃত = সংস্কৃত পরি + কার = পরিষ্কার, সম্ + কৃতি = সংস্কৃতি, পরি + কৃত = পরিষ্কৃত ।
নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধি	আ + চর্য = আশ্চর্য, গো + পদ = গোষ্পদ, বন + পতি = বনস্পতি, বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি, পর + পর = পরস্পর, মনস + ঈষা = মনীষা, ষট্ + দশ = ষোড়শ, এক + দশ = একাদশ, মৃত্যু + জয় = মৃত্যুঞ্জয়, পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি দিব + লোক = দ্যুলোক ইত্যাদি।

বিসর্গ সন্ধি

বিসর্গ সন্ধির প্রকারভেদ	বিসর্গ সন্ধি দু ভাবে সাধিত হয় : **১. বিসর্গ + স্বর এবং ২. বিসর্গ + ব্যঞ্জন।**
অ-কারের পরস্থিত স্ - জাত বিসর্গের পর ঘোষ ধ্বনি কিংবা হ, য,ব, র, ল থাকলে অ-কার ও স্ - জাত বিসর্গ উভয় স্থলে ও-কার হয়।	যেমন - তিরঃ + ধান = তিরোধান, মনঃ + রম = মনোরম, মনঃ + হর = মনোহর, তপঃ + বন = তপোবন ইত্যাদি।
অ-কারের পরস্থিত র্ - জাত বিসর্গের পর স্বরধ্বনি ও উপরিউক্ত ধ্বনিসমূহের কোনোটি থাকলে বিসর্গ স্থানে 'র্' হয়।	যেমন - অন্তঃ + গত = অন্তর্গত, অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান, পুনঃ + আয় = পুনরায়, পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত, অহঃ + অহ = অহরহ, এ রূপ পুনর্জন্ম, পুনর্বার, প্রাতরুত্থান, অন্তর্ভুক্ত, পুনরপি, অন্তর্বর্তী ইত্যাদি।
অন্যান্য কিছু বিসর্গসন্ধি সাধিত শব্দের উদাহরণ	নি ঃ + আকার = নিরাকার, আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ, দুঃ + যোগ = দুর্যোগ, নিঃ + চয় = নিশ্চয়, শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ, ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার, নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর, দুঃ + তর = দুস্তর,দুঃ + থ = দুস্থ, নম ঃ + কার = নমস্কার, পদ ঃ + খলন = পদস্খলন, নি ঃ + কর = নিষ্কর, দু ঃ + কর = দুষ্কর, প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল, মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট, শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া, নিঃ + স্তব্ধ = নিঃস্তব্ধ কিংবা নিস্তব্ধ, দুঃ + স্থ = দুঃস্থ কিংবা দুস্থ, নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ কিংবা নিস্পন্দ ইত্যাদি।
বিশেষ বিসর্গ সন্ধি	বাচঃ + পতি = বাচস্পতি, ভাঃ + কর = ভাস্কর, অহঃ + নিশা = অহর্নিশ, অহঃ + অহ = অহরহ ইত্যাদি

শিক্ষকের করণীয় | ধাতু এবং প্রকৃতি ও প্রত্যয়

☑ **ধাতু বা ক্রিয়াপ্রকৃতি:** ক্রিয়াপদের মূল অংশকে ধাতু বলে।

☑ **প্রকৃতি:**
শব্দ ও ক্রিয়ার মূলকে বলে প্রকৃতি। প্রকৃতি ও প্রত্যয় ব্যাকরণের রূপতত্ত্বে আলোচিত হয়।

নামপ্রকৃতি বা প্রাতিপাদিক: বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলে প্রাতিপাদিক।
➤ যে ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বিভক্তি বলে।
➤ ধাতুর শেষে 'অন্ত' প্রত্যয় যোগ করলে বিশেষণ পদ গঠিত হয়।

প্রত্যয়: শব্দ বা নাম প্রকৃতির এবং ক্রিয়া প্রকৃতির পরে যে শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে প্রত্যয় বলে।
প্রত্যয় দুই প্রকার:
কৃৎ প্রত্যয়: ধাতুর সঙ্গে যুক্ত প্রত্যয়কে কৃৎ প্রত্যয় বলে। কৃৎ প্রত্যয় যোগে যে পদ গঠিত হয় তাকে বলে কৃদন্ত পদ।

তদ্ধিত প্রত্যয়: শব্দের সাথে যুক্ত প্রত্যয়কে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।
তদ্ধিত প্রত্যয় নাম প্রকৃতির সাথে যুক্ত প্রত্যয়কে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।
➤ তদ্ধিত প্রত্যয় নাম প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয়। ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করার উদ্দেশ্য হলো নতুন শব্দ গঠন।

কৃৎ প্রত্যয়: মুক্ত- √মচ + ক্ত; গমন- √গম+ অন; শ্রদ্ধা- শ্র+ √ধা +আ; নায়ক- √নৈ+অক; পাঠক- √পঠ+ অক; কার্য- √কৃ+য; দোলনা- √দুল + অনা; শ্রবণ- √শ্রু + অনট।

তদ্ধিত প্রত্যয়:
মেধাবী- মেধা+ বিন্ সাহচর্য- সহচর+ যা দ্রাঘিমা- দীর্ঘ + ইমন জেলে- জাল + ইয়া; চাকরানী- চাকর + আনী; মেছো- মাছ + উয়া > ও; মশারি- মশক+ আরি; মাধ্যমিক- মধ্যম + ষ্ণিক; বর্গাদার- বর্গা + দার; মানব- মনু + ষ্ণ; শৈশব- শিশু + ষ্ণ।

☞ **তথ্য:**
'ষ্ণ' প্রত্যয়যুক্তে শব্দে মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়।
- "পাঠক" শব্দটি সংস্কৃত ধাতু হতে গঠিত। এর সাথে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।
- কেষ্টা শব্দে প্রত্যয় অবজ্ঞার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
-মেছো শব্দে প্রত্যয় উপজীবিকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
-প্রত্যয়গতভাবে শুদ্ধ শব্দ উৎকর্ষ, উৎকর্ষতা অশুদ্ধ।
-'ফোড়ন' শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত।
-'চালবাজৎ শব্দের 'বাজ' প্রত্যয়টি বিদেশি।
-'নিঃশ্বাস' শব্দটি প্রত্যয়সাধিত।
-'জেলেনী' শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ।

শিক্ষকের আলোচ্য | তাৎক্ষণিক অনুশীলন পর্ব

ক্লাশের আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে অবশ্যই তাৎক্ষণিক অনুশীলন করিয়ে নেবেন এবং পরবর্তীতে ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন-

১. 'বাক্য'–এর প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?
২. 'মাধ্যমিক' এর প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি ?
৩. 'শ্রবণ' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি ?
৪. ক্রিয়াপদের মূল অংশকে কি বলে ?
৫. 'গায়ক' শব্দটির সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?
৬. 'মুক্তি' শব্দটির সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?
৭. 'সৃষ্টি' এর প্রকৃতি প্রত্যয়–
৮. 'মানব' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
৯. ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যোগ করার উদ্দেশ্য কী ?
১০. 'মহিমা' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
১১. 'নয়ন' শব্দটির সঠিক প্রত্যয় নির্ণয় –
১২. নিচের কোন শব্দে প্রত্যয় 'উপজীবিকা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে
১৩. 'উৎকর্ষতা' কি কারনে অশুদ্ধ?
১৪. অর্থহীনভাবে প্রত্যয় যুক্ত শব্দ কোনটি ?
১৫. প্রত্যয়গতভাবে শুদ্ধ কোনটি?
১৬. নিচের কোনটি কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ?
১৭. ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করার উদ্দেশ্য কী?
১৮. 'ফুলদানি' শব্দের 'দানি'-র ভাষিক পরিচয় -
১৯. প্রত্যয়ান্ত শব্দ
২০. 'বর্ধিষ্ণু' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়
২১. য-প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ কোনটি ?
২২. শব্দ ও ধাতুর মূলকে বলে ?
২৩. যে ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয় তার নাম কী ?
২৪. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কি বলে ?
২৫. 'মেছো' শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় কি ?
২৬. 'চাকরানী' শব্দটি কোন প্রত্যয় যোগে গঠিত?

শিক্ষকের করণীয় | পদ প্রকরণ

☑ **পদ:**

বিভক্তিযুক্ত ধাতু বা শব্দকে পদ বলে। বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ এক একটি পদ।

প্রকারভেদ: পদ মূলত দুই প্রকার। যথা– নামপদ ও ক্রিয়াপদ।

☞ **বিশেষ্য পদ:**

- **নামবাচক বিশেষ্য:** (ব্যক্তি, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা, গ্রন্থের নাম) যেমন: ঢাকা, মক্কা, হিমালয়, ককেশাস অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্য, আরব সাগর, গীতাঞ্জলি, অগ্নি-বীণা, বিশ্বনবী।
- **জাতিবাচক বিশেষ্য:** (এক জাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম) যেমন: গরু, মানুষ, পাখি, ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান, নদী।
- **বস্তুবাচক বিশেষ্য:** (উপাদানবাচক পদার্থের নাম) যেমন: চেয়ার, টেবিল, চাল, মাটি, চিনি, লবণ, কাঠ, ধন, গৈরিক।
- **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য:** (কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি) যেমন: সভা, জনতা, সমিতি, পঞ্চায়েত, মাহফিল, দল।
- **ভাববাচক বিশেষ্য:** (ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব, ধাতুর পর আই প্রত্যয় যুক্ত হয়) যেমন: যাওয়ার কাজ- গমন, দেখার কাজ- দর্শন, খাওয়ার কাজ- ভোজন, শোওয়ার কাজ- শয়ন।
- গুণবাচক বিশেষ্য: (কোনো বস্তুর দোষঘ বা গুণ) যেমন: সততা, নম্রতা, কুলীন, শালীন, মধুর, তারল্য, তিক্ততা, তারুণ্য, সৌন্দর্য, বীরত্ব, নিপুণ, লাজ, স্নিগ্ধ, উৎকর্ষ, ধীরতা, গাম্ভীর্য।
- 'সুন্দর মাত্রেরই একটা আকর্ষণ শক্তি আছে।' এবং 'সুন্দর মানুষকে নিজের দিকে টানে'– এই বাক্যদ্বয়ে 'সুন্দর' বিশেষ্য পদ।

☞ **বিশেষণ পদ:**

- **নাম বিশেষণ:** যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদকে বিশেষায়িত করে তাকে নাম বিশেষণ বলে।
- **বিশেষ্যের বিশেষণ:** ধাতুর শেষে অন্ত্য প্রত্যয় যুক্ত হয়।
- **সর্বনামের বিশেষণ:** বুদ্ধিমান তারা, অপরিচিত তুমি, নির্বোধ সে।

☞ **ভাব বিশেষষণ:**

- ক্রিয়া বিশেষণ- ধীরে ধীরে বায়ু বয়
- বিশেষণের বিশেষণ- মেঘলা আকাশ, সামান্য একটু দুধ দাও
- অব্যয়ের বিশেষণ- অত হায় হায় কিসের, কি ঘোর মিশমিশে।
- এ এক অমোঘ সত্য- এখানে 'সত্য' বিশেষণ পদ।

☞ সে খুব তাড়াতাড়ি হাটল- বাক্যে 'তাড়াতাড়ি' ক্রিয়া বিশেষণ।

☞ অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ- বাক্যটির 'অতি' পদটি বিশেষ্যের বিশেষণ।

☞ অতিশয় মন্দ কড়থা- বাক্যে 'অতিশয়' বিশেষণের বিশেষণ।

☞ একই শব্দ বিভিন্ন পদরূপে ব্যবহার:
মন্দ- মন্দকে (বিশেষ্য) মন্দ (বিশেষণ) বলতেই হবে। ভালো- আপন ভালো (বিশেষণ) সবাই চায়, নিজের ভালো (বিশেষণ) কে না চায়। ভালোকে (বিশেষ্য) ভালো (বিশেষণ) বলবো না তো কী? ভালো (বিশেষণ) মানুষ কমই দেখা যায় নিশীথ- নিশীথ (বিশেষণ) রাতে বাজে বাঁশি।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ

শব্দ	বিশেষণ
দহন	দাহ্য
ইচ্ছা	ঐচ্ছিক
ঘর	ঘরোয়া
সন্ধ্যা	সান্ধ্য
চালাকী	চালাক
ভূগোল	ভৌগোলিক
প্রাচুর্য	প্রচুর
দৈন্য	দীন
সমুদ্র	সামুদ্রিক
সর্বজন	সর্বজনীন
বস্তু	বাস্তব
গুরু	গরিষ্ঠ
লাজ	লাজুক
কাবুলিওয়ালা	কাবুলি
জীবন	জীবনী

সর্বনাম পদ:

বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত পদ হলো সর্বনাম পদ। উদাহরণ: স্বয়ং, নিজ, সবাই, অন্য, পর, অপর।

ব্যতিহারিক সর্বনাম: আপনা-আপনি, নিজে-নিজে, আপসে-আপসে।

অনির্দেশক সর্বনাম: কেউ কেউ, কিছু কিছু।

প্রশ্নবাচক সর্বনাম: কে, কি, কেন, কী, কার।

অব্যয় পদ: ন ব্যয়= অব্যয়। যে পদের কোন ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্য পদ বলে। ও, আর, এবং, কিন্তু, না, বা, অথবা, অপেক্ষা, পর্যন্ত, নতুবা, যদিও, তবুও, তথাপি, যদ্যপি, অর্থাৎ– এসব হলো অব্যয় পদ।

অব্যয় পদের প্রকারভেদ: অব্যয় পদ চার ধরনের: সমুচ্চয়ী অব্যয়: এ জাতীয় অব্যয় 'শব্দের সাথে শব্দের' অথবা 'বাক্যের সাথে বাক্যের' সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়। যেমন:

সংযোজক: তুমি ও আমি সেখানে যাব।

তাসলিম ও তারিবা স্কুলে যাবে।

বিয়োজক: লেখাপড়া কর নতুবা ফেল করবে।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

সংকোচক: লোকটি দরিদ্র কিন্তু সৎ।

অনন্বয়ী অব্যয়: অন্বয়= সম্পর্ক, অনন্বয়= সম্পর্কহীন। অনন্বয়ী অব্যয়ের সাথে মূল বাক্যের কোন সম্পর্ক নেই, তা কেবল বক্তার আনন্দ, উচ্ছ্বাস, বিষাদ প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশে সহায়তা করে।

যেমন: মরি! মরি! কি সুন্দর প্রভাতের রূপ।

অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়: এগুলো ধ্বনির দ্যোতনা সৃষ্টি করে বা অনুরণন করে।

যেমন: কড়কড়। চিলটি সাঁ সাঁ দশব্দে উড়িয়া গেল, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান।

অনুসর্গ অব্যয়: তৃতীয়া অথবা পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্নগুলো অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হলে তাদের অনুসর্গ অব্যয় বলে। যেমন: দ্বারা, দিয়া, হইতে, থেকে।

অব্যয় পদের বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ: তাকেও আসতে বলেছি- 'ও' এর ব্যবহার স্বীকৃতি জ্ঞাপনে, যত গর্জে তত বর্ষে না- যত-তত এর ব্যবহার বৈপরীত্য অর্থে, তুমি না সেদিন বাড়ি গিয়েছিলে? 'না' এর ব্যবহার নিশ্চয়তা অর্থে, সে নাকি আসবে না- 'না' এর ব্যবহার নিশ্চয়তা অর্থে। তুমি না বলেছিলে

আগামীকাল আসেব- 'না' এর ব্যবহার হা সূচক, কী বিপদ! ভিক্ষুকটা যে পিচনে লগেই আছে- 'কী' এর ব্যবহার বিরক্তি প্রকাশে, তুই কি কাজ করবি না মার খাবি?- 'কি' এর ব্যবহার ক্রোধ প্রকাশে।

ক্রিয়াপদ: যে পদ দ্বারা কোন কার্য সম্পদন বুঝায় তাই ক্রিয়াপদ। এটি বাক্য গঠনের জন্য অপরিহার্য পদ, তবে কখনো কখনো উহ্য থাকতে পারে।

ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলে ধাতু, ক্রিয়ার বিষয়কে বলে কর্ম।

উদাহরণ: বাবা বাড়ি নেই- এ বাক্যে নেই ক্রিয়াপদ। উৎপত্তির দিক থেকে ক্রিয়াপদ দউ প্রকার: মৌলিক ক্রিয়াপদ ও কৃদন্ত ক্রিয়াপদ।

ভাব প্রকাশ অনুযায়ী ক্রিয়াপদ: সমাপিকা ক্রিয়া: ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্য সমাপ্ত হয়। যেমন:

বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

তুমি বল আমি শুনি।

অসমাপিকা ক্রিয়া: এই ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্য সমাপ্ত হয় না। যেমন:

আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাব।

সে দেখতে লাগলো।

তাকে বলতে দাও।

আমরা বাঁচতে চাই।

প্রকৃতি অনুযায়ী ক্রিয়াপদ: যৌগিক ক্রিয়া: অসমাপিকা ক্রিয়া + ১টি সমাপিকা ক্রিয়া = যৌগিক ক্রিয়া। যেমন: এ চক্র ছিন্ন করতেই হবে। এখন যেতে পার। শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে।

প্রযোজক ক্রিয়া: নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে কাজ সম্পন্ন করায়। যেমন: মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

নামধাতুর ক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সাথে ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়া গঠন করে। মিশ্র ক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সাথে ধাতু যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে।

যেমন: ছেলেটি গোল্লায় গেছে।

ক্রিয়ার কর্ম: বাবা আমাকে একটি কলম দিলেন। মুখ্য কর্ম- বাক্যের বস্তুবাচক কর্ম। 'কলম' মুখ্য কর্ম। গৌণ কর্ম- বাক্যের ব্যক্তিবাচক র্ক। 'আমাকে' গৌণ কর্ম।

সমধাতুজ কর্ম- ক্রিয়া এবং কর্ম একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়। যেমন: আমি বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি।

সে যে চাল চেলেছে তাতে তাকে ষড়যন্ত্রকারী ছাড়া কিছুই বলা যায় না।

ধাতু: ক্রিয়ার মূল অংশকে ধাতু বলে। ধাতু তিন প্রকার:

মৌলিক ধাতু- এ ধাতু বিশ্লেষণ করা যায় না। যেমন: কাট্, লিখ্, চল্, ধর্।

-সাধিত ধাতু- এ ধাতু বিশ্লেষণ করলে প্রত্যয় ও ধাতু পাওয়া যায়। যেমন: পড় + আ = পড়া।

যৌগিক ধাতু- বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সাথে মৌলিক ধাতু যুক্ত হয়ে যৌগিক ধাতু গঠিত হয়। যেমন: যোগ + কর = যোগ কর।

ক্লাশের আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে তাৎক্ষণিক অনুশীলন করিয়ে নেবেন এবং পরবর্তীতে ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন-

১. 'শত ধিক! জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?'–এখানে 'ধিক' হলো
২. 'নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশি' এখানে নিশীথ কোন পদ?
৩. নিচের কোনটি সংশয় বাচক অব্যয়ের দৃষ্টান্ত
৪. সাইরেন বেজে উঠল। বেজে উঠল কী ধরনের ক্রিয়াপদ?
৫. প্রেম পরীক্ষা-এখানে প্রম শব্দটি কী ধরনের বিশেষণ?
৬. নিচের কোনটি সর্বনাম?
৭. অদ্য, আদ্যাপি, নতুবা-এগুলো কী?
৮. নীল আকাশে সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়- এখানে নীল কোন পদ?
৯. "এ যে আমাদের চেনা লোক"– বাক্যে 'চেনা' কোন পদ ?
১০. নিচের কোনটি ক্রিয়া পদ?
১১. কোনটি বিশেষণ ?
১২. কোন কিছুর নামকে বলে
১৩. বাংলা ভাষায় পদ কয় প্রকার ?
১৪. 'লাজ' কোন ধরনের শব্দ ?
১৫. 'পুণ্যে মতি হোক' বাক্যে পূণ্য কোন পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে ?
১৬. 'চাতুর্য' শব্দের বিশেষণ কোনটি ?
১৭. কোন বাংলা পদের সাথে সন্ধি হয় না ?
১৮. 'ছেলে তো নয় যেন ননীর পুতুল' – এখানে 'যেন'
১৯. 'অণু' শব্দের বিশেষণ কোনটি ?
২০. নিচের কোন শব্দটি বিশেষ্য ?
২১. কোনটি সর্বনাম পদ ?
২২. "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"-এখানে 'কিংবা' অব্যয়টি কোন অব্যয় ?
২৩. ভাষায় সর্বনামের ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি ?
২৪. 'হাসি দিয়ে ঘরটিকে ভরিয়ে রাখতো সে।'- বাক্যটিতে 'দিয়ে' হলো:
২৫. 'দর্শন' বিশেষ্য পদের বিশেষণ-
২৬. 'তুমি এতক্ষণ কী করেছ?' এই বাক্যে "কী" কোন পদ?
২৭. 'ব্যাঘাত' - এর বিশেষণ -
২৮. 'আকাশে শুধু নীল আর নীল'-এই বাক্যে 'আর' হচ্ছে
২৯. 'যেমন কর্ম তেমন ফল' -বাক্যটি কি?
৩০. জাতিবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত-
৩১. ধাতুর পর কোন প্রত্যয় যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য বুঝায় ?
৩২. লাজ কোন ধরনের শব্দ? সুন্দর মাত্রেরই একটা আকর্ষণ শক্তি আছে, এই বাক্যে সুন্দর শব্দটি কোন পদ?
৩৩. তিনটি বছর এখানে 'তিনটি' কোন পদ?
৩৪. কোনটি বিশেষণ বাক্যের শব্দ?
৩৫. 'ইচ্ছা' বিশেষ্যের বিশেষণ কি?
৩৬. 'এ মাটি সোনার বাড়া' এখানে সোনা কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?
৩৭. তুমি এতক্ষণ কী করেছ? এ বাক্যে কী কোন পদ?
৩৮. 'মরিমরি: কি সুন্দর প্রভাতের রুপ' বাক্যে মরিমরি কোন শ্রেণীর অব্যয়?
৩৯. তুমি না বলেছিলে আগামীকাল আসবে? এখানে না এর ব্যবহার কি অর্থে?
৪০. ভিক্ষুকটা যে পেছনে লেগেই রয়েছে, কী বিপদ! এই বাক্যের কী এর অর্থ
৪১. কখনো কখনো বাক্যে উহ্য থাকতে পারে- 'বাবা বাড়ি নেই' এ বাক্যে নেই কোন পদ ?
৪২. যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর- এখানে হারায় কোন ধাতু?

৪৩. ছেলেটি গোল্লায় গেছে, এ বাক্যে ক্রিয়াপদটি কোন ধরনের ?

৪৪. ভাষায় সর্বনামের ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি?

শিক্ষকের আলোচ্য | বাক্য প্রকরণ

☑ **বাক্য:**

☞ যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টির দ্বারা বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় তাই বাক্য। বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক শব্দ। বাক্যে প্রধানত দুটি অংশ থাকে- উদ্দেশ্য ও বিধেয়।
ভাষার বিচারে বাক্যের তিনটি গুণ থাকতে হয়-
আকাঙ্খা: একপদের পর অন্যপদ শোনার যে ইচ্ছা।
আসত্তি: বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার সুশৃঙ্খল পদ বিন্যাস।
যোগ্যতা: অর্থগত ও ভাবগত সমন্বয় বুঝানো।
যেমন: গরু মাংস খায় [এ বাক্যে যোগ্যতার অভাব রয়েছে। গরু তৃণভোজী, সঠিক বাক্য: গরু ঘাস খায়]

☞ বাহুল্য দোষ: প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাক্যে বাহুল্য দোষ ঘটে।
যেমন: সকল আলেমগণ আজ উপস্থিত [আলেমগণ বহুবচন, এর সাথে সকল শব্দ যোগ দূষণীয়। শুদ্ধ বাক্য: সকল আলেম আজ উপস্থিত/ আলেমগণ আজ উপস্থিত]

☞ গুরুচ-লী দোষ: তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশি শব্দের প্রয়োগ বা সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ। যেমন: মড়াদাহ দেশি + তৎসম, শুদ্ধরূপ: মড়াপোড়া (দেশি + দেশি)], শবপোড়া [তৎসম + দেশি, শুদ্ধরূপ: শবদাহ (তৎসম + তৎসম)]

☞ বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্মক বাক্য: যে বাক্যে কোনো ঘটনার ভাব বা তথ্য থাকে এবং সে বক্তব্যকে সাধারণভাবে বিবৃত বা নির্দেশ করা হয়, তাকে বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্মক বাক্য বলে। যথা– তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না। হৈম তার অর্থ বুঝিল না।

☞ ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য: যে বাক্যে ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য বলে। যথা– বল বীর বল উন্নত মম শির। কাল একবার এসো। খোদা আপনার মঙ্গল করুন।

☞ প্রশ্নবোধক বাক্য: যে ধরনের বাক্যে কোন কিছু জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নসূচক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। যেমন: আপনি কোথা থেকে এসেছেন? রহিম তুমি কি কাল ঢাকা যাবে? সে কি আমাদের এখানে আসবে না?

☞ অনুজ্ঞাবাচক বাক্য? যে বাক্যে আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, নিষেধ, প্রস্তাব ইত্যাদি বোঝায়, তাকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলে। যেমন: আদেশ– ঘর থেকে বের হয়ে যাও। অনুরোধ– আমাকে ৫০টি টাকা ধার দাও। উপদেশ– অযথা ঋণ করিও না।

☞ **গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকার**

সরল বাক্য: একটি কর্তা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। যেমন: সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। হযরত মোহাম্মদ (স) ছিলেন একজন আদর্শ মানব। গাড়ি ঘোড়া চড়লে লেখাপড়া কর। ইহাদের মত রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।
বিদ্বান লোক সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।
তার বয়স বাড়লেও বুদ্ধি বাড়েনি।
ধনের ধর্মই অসাম্য।
তুমি অধম বলে আমি উত্তম হবো না কেন?
কাজ অনুযায়ী ফল পাবে।
জ্ঞানী লোক সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।
মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালবাসে না।
মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।
যেমন কর্ম তেমন ফল।

☞ **জটিল বা মিশ্র বাক্য:** একটি প্রধান খ-বাক্য এবং এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পরের সপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়।
যখন তোমার হাতে টাকা হবে, তখন আমাকে দিও।
যেমন কাজ করবে, তেমন ফল পাবে।
হাসান নিয়মিত পড়াশোনা করে বলে পুস্কার পায়।
যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে।
যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।
যদি সত্য বল তাহলে মুক্তি পাবে।
সে বলতে চায় তথাপি বলে না।
যতই পরিশ্রম করবে ততই ফল পাবে।
যদি বৃষ্টি হয়, তবে বের হব ন।
যিনি জ্ঞানী তিনিই সত্যিকার ধনী।

☞ **যৌগিক বাক্য:** পরস্পর নিরপেক্ষ দু'টি সরল বাক্যের সাহায্যে সম্পূর্ণ বাক্য গঠন-
তাঁর বয়স বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি।
তার চুল পেকেছে, কিন্তু বুদ্ধি পাকেনি।
সে যেতে চায়, তথাপি বসে আছে।
সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।
তপুর বয়স অল্প, কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান।
লেখাপড়া কর, তাহলে গাড়ি-ঘোড়ায় চড়তে পারবে।

শিক্ষকের করণীয় | বাচ্য

বাচ্য বিষয়ক আলোচনা

সংজ্ঞা: বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গিকে বাচ্য বলে।

বাংলা ভাষায় ৩টি বাচ্য পাওয়া যায়- কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য।
☞ [বিভিন্ন ধরনের বাচ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে বাক্যের কর্তা ও কর্ম সম্পর্কে ভালোভাবে জানা দরকার।]

কর্তা : যেই পদ বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্তা বলে। অর্থাৎ, যে বাক্যের কাজটি করে, সে-ই কর্তা। যেমন-

-টেবিলটি সকাল থেকে এরকম নড়বড় করছে।

- এখানে 'নড়বড় করা'র কাজটি করছে 'টেবিল'। সুতরাং, এখানে কর্তা 'টেবিল'।
- ক্রিয়াকে 'কে/কারা' দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্তা পদ পাওয়া যায়।

কর্ম : কর্তা যাকে আশ্রয় করে বা অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্ম বলে। অর্থাৎ, কর্তা যার সাহায্যে কাজটি করে, তাই কর্ম। যেমন-

-বাবা আমাকে ল্যাপটপ কিনে দিয়েছেন।

- এখানে 'কিনে দেয়া'র কাজটি করেছেন 'বাবা'। 'বাবা' এখানে কর্তা। 'বাবা' 'কিনে দেয়া'র কাজ করার জন্য 'আমাকে' ও 'ল্যাপটপ'-র সাহায্য নিয়েছেন। এখানে, 'আমাকে' ও 'ল্যাপটপ' কর্ম।
- ক্রিয়াকে 'কী/ কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্তা পদ পাওয়া যায়।

বাচ্যের প্রকারভেদ:

কর্তৃবাচ্য : বাক্যে কর্তার প্রাধান্য রক্ষিত হলে তাকে কর্তৃবাচ্য বলে।

- এ ধরনের বাক্যে কর্তা অনুযায়ী ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় এবং ক্রিয়া কর্তার অনুসারী হয়।
- কর্তৃবাচ্যের পদে কর্তায়-শূণ্য বিভক্তি হয়।
- কর্মে- দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। (শূণ্য বিভক্তিও হতে পারে) যেমন- ছাত্ররা বাংলা পড়ছে।

কর্মবাচ্য: কর্মপদ প্রধান রূপে প্রকাশিত হলে তাকে কর্মবাচ্য বলে।

- এ ধরনের বাক্যে ক্রিয়াপদ কর্তা অনুযায়ী না হয়ে কর্মপদ অনুযায়ী হয় এবং কর্মপদের অনুসারী হয়।
- এ ধরনের বাক্যে কর্তায়- তৃতীয়া বিভক্তি হয়।
- কর্মে- শূণ্য বিভক্তি হয়। (কখনো কখনো দ্বিতীয়া বিভক্তিও হয়) যেমন- শিকারি কর্তৃক বাঘটি নিহত হয়েছে।

ভাববাচ্য: বাক্যে ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে প্রকাশিত হলে তাকে ভাববাচ্য বলে।

- এ ধরনের বাক্যে কর্ম থাকে না এবং কর্তাও প্রধান হয় না।
- কাউকে কোন কিছু সরাসরি না বলে ঘুরিয়ে বলতে গেলে এ ধরনের বাক্যে কর্তায়- ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া বিভক্তি হয়।
- নামপুরুষের ক্রিয়াপদ [ক্রিয়াপদ] হয়।
- মাঝে মাঝে মূল ক্রিয়াপদের সঙ্গে সহযোগী ক্রিয়াপদও যুক্ত হয়।
- কখনো কখনো কর্তা উহ্য থাকে, অর্থাৎ কর্তা অনুল্লেখিত থাকে। যেমন-
    - আমার খাওয়া হল না। (নামপুরুষের ক্রিয়াপদ)
    - তোমার যাওয়া হবে না। (নামপুরুষের ক্রিয়াপদ)
    - এ পথে চলাযায়না। (সহযোগী ক্রিয়াপদ যুক্ত)
    - কোথা থেকে আসাহচ্ছে। (সহযোগী ক্রিয়াপদ যুক্ত)
    - এ ব্যাপারে আমাকে দায়ী করা চলে না। (কর্তা 'তুমি' উহ্য)
    - এ রাস্তা আমার চেনা নেই।

কর্মকর্তৃবাচ্য : যে বাক্যে কর্তা থাকে না, কর্মই কর্তার কাজ করে, তাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলে।

- এ ধরনের বাক্যে কর্তাপদ উহ্য থাকে, তবে কর্মপদ থাকে। আর ওই কর্মপদই কর্তার কাজ করে। যেমন-
    - কাজটা ভাল দেখায় না। - এখানে কর্তা নেই। কর্ম হল 'কাজ'। কিন্তু 'কাজ' নিজেই কর্তার মত বাক্যকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এরকম-
    - বাঁশি বাজে এ মধুর লগনে।
    - সুতি কাপড় অনেক দিন টেকে।

শিক্ষার্থীর করণীয় | **গুরুত্বপূর্ণ এক কথায় প্রকাশ**

বিবিধ বাক্য সংকোচন

- যা শল্য-ব্যথা দূরীকৃত করে = বিশল্যকরণী
- যা জল দেয় = জলদ (মেঘ)
- যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু = বন্ধুর
- যা নিজের দ্বারা অর্জিত = স্বোপার্জিত
- অতিশয় ঘটা বা জাঁকজমক = বহ্বাড়ম্বর
- অনশনে মৃত্যু = প্রায়
- ইতস্তত গমনশীল বা সঞ্চরণশীল = বিসর্পী
- ঋণ শোধের জন্য যে ঋণ করা হয় = ঋণার্ণ
- ঐতিহাসিককালেরও আগের = প্রাগৈতিহাসিক
- কথার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ বা প্রবচনাদি প্রয়োগ = বুক্‌নি
- বন্দুক বা তির ছোঁড়ার অনুশীলনের জন্য স্থাপিত লক্ষ্য = চাঁদমারি
- ভুলহীন ঋষি বাক্য = আপ্তবাক্য
- জ্বলছে যে অর্চি (শিখা) = জ্বলদর্চি
- পত্নীর সাথে বর্তমান = সপত্নীক
- যা মাটি ভেদ করে ওঠে = উদ্ভিদ
- যা প্রকাশ করা হয়নি = অব্যক্ত
- যা ধারণ বা পোষণ করে = ধর্ম
- অকালে উৎপন্ন কুমড়া = অকালকুষ্মা-
- অধর-প্রান্তের হাসি = বক্রোষ্ঠিকা
- অভ্রান্ত জ্ঞান = প্রমা
- অন্যের মনোরঞ্জনের জন্য অসত্য ভাষণ = উপচার
- এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কল্পনা = অধ্যাস
- আশীর্বাদ ও অভয়দানসূচক হাতের মুদ্রা = বরাভয়
- প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার মতো অবস্থা = লবেজান
- হস্ত, অশ্ব, রথ, পদাতিকের সমাহার = চতুরঙ্গ
- রোদে শুকোনো আম = আমশি
- পত্নী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পুনর্বিবাহ = অধিবেদন
- পঙ্‌ক্তিতে বসার অনুপযুক্ত = অপাঙ্‌ক্তেয়

- দুয়ের মধ্যে একটি = অন্যতর
- মান্যব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জন্য কিছুদূর এগিয়ে যাওয়া = প্রত্যুৎগমন
- মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন = উপাবৃত্ত
- স্বার্থের জন্য অন্যায় অর্থ প্রদান (ঘুষ) = উপদা
- ঈষৎ উষ্ণ = কবোষ্ণ
- গদ্যপদ্যময় কাব্য = চম্পূ
- পূর্ব ও পরের অবস্থা = পৌর্বাপর্য
- তৃণাচ্ছাদিত ভূমি = শাদ্বল
- সৈনিকদলের বিশ্রাম শিবির = স্কন্দাবার
- অজ (ছাগল) কে গ্রাস করে যা = অজগর
- অকালপক্ব হয়েছে যে = অকালপক্ক
- অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার = অনভিজ্ঞ
- অশ্ব-রথ-হস্তী-পদাতিক সৈন্যের সমাহার = চতুরঙ্গ
- অন্তরে জল আছে এমন যে (নদী) = অন্তঃসলিলা
- আপনাকে কেন্দ্র করে চিন্তা = আত্মকেন্দ্রিক
- স্বপ্নে (ঘুমে) শিশুর স্বগত হাসি-কান্না = দেয়ালা
- বড় ভাই থাকতে ছোট ভাইয়ের বিয়ে = পরিবেদন
- স্বাদ গ্রহণ করা হয়েছে এমন = স্বাদিত
- ধর্মপুরুষ বা সন্ন্যাসীর পর্যটন = পরিব্রাজন
- জয়ের জন্য যে উৎসব = জয়ন্তী
- উপদেশ ছাড়া লব্ধ প্রথম জ্ঞান = উপজ্ঞা
- গরুর খুরে চিহ্নিত স্থান = গোষ্পদ
- এক থেকে শুরু করে = একাদিক্রমে
- নষ্ট হওয়া স্বভাব যার = নশ্বর
- জলপানের জন্য দেয় অর্থ = জলপানি (বৃত্তি)
- সকলের জন্য প্রযোজ্য = সার্বজনীন
- সমুদ্র থেকে হিমালয় পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল
- স্তন্য পান করে যে = স্তন্যপায়ী
- মিলনের ইচ্ছায় নায়ক বা নায়িকার সঙ্কেত স্থানে গমন = অভিসার
- লবণ কম দেওয়া হয়েছে এমন = আলুনি
- দ্বারে থাকে যে = দৌবারিক
- মান্যব্যক্তি বিদায়কালে কিছুদূর এগিয়ে দেওয়া = অনুব্রজন
- মৃত্তিকার দ্বারা নির্মিত = মৃন্ময়
- ইন্দ্রের অশ্ব = উচ্চৈঃশ্রবা
- গুরুর বাসগৃহ = গুরুকুল
- সদ্য দোহনকৃত উষ্ণ দুধ = ধারোষ্ণ
- বাহ্ বা রাস্তায় ডাকাতি = রাহাজানি
- মাসের শেষ দিন = সংক্রান্তি
- নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময়ে (গ্রীষ্মকাল) = নিদাঘ
- অভ্র (মেঘ) লেহন / স্পর্শ করে যা = অভ্রংলিহ
- অহংকার নেই যার = নিরহংকার
- অন্য গতি নাই যার = অগত্যা
- অষ্টপ্রহর (সারা দিন) ব্যবহার্য যা = আটপৌরে
- অন্তরে যা ঈক্ষণ (দেখার) যোগ্য = অন্তরিক্ষ
- আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত = আদ্যোপান্ত
- মাছিও প্রবেশ করে না যেখানে = নির্মক্ষিক
- স্বামীর চিতায় পুড়ে মরা = সহমরণ
- ধর্মীয় কাজ করার জন্য তীর্থভ্রমণ = প্রব্রজ্যা
- যুদ্ধ থেকে যে বীর পালায় না = সংশপ্তক
- ফেলে দেবার যোগ্য = ফেল্না
- কি করতে হবে তা বুঝতে না পারা = কিংকর্তব্যবিমূঢ়
- ঘরের অভাব = হা-ঘর
- তল স্পর্শ করা যায় না যার = অতলস্পর্শী
- অন্ন-ব্যঞ্জন ছাড়া অন্য আহার্য = জলপান
- জ্বল্ জ্বল্ করছে যা = জাজ্বল্যমান
- সকলের জন্য হিতকর বা মঙ্গলজনক = সর্বজনীন
- আয়ুর পক্ষে হিতকর = আয়ুষ্য
- ইন্দ্রজাল (জাদু) বিদ্যায় পারদর্শী = ঐন্দ্রজালিক
- সূর্যের ভ্রমণপথের অংশ বা পরিমাণ = অয়নাংশ
- হাতির পিঠে আরোহী বসার স্থান = হাওদা

অক্ষি বা চক্ষু সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

- অক্ষির অভিমুখে = প্রত্যক্ষ
- অক্ষিতে কাম যার (যে নারীর) = কামাক্ষী
- অক্ষির সমীপে = সমক্ষ
- চোখে চোখে রাখা হয়েছে যাকে = নজরবন্দী
- চক্ষুলজ্জা নাই যাহার = চশমখোর
- অক্ষির অগোচরে = পরোক্ষ
- অক্ষি পত্রের (চোখের পাতা) লোম = অক্ষিপক্ষ্ম
- চোখের কোণ = অপাঙ্গ
- চোখে দেখা যায় এমন = চক্ষুগোচর
- চক্ষু দ্বারা গৃহীত যা = চাক্ষুষ

চোখের নিমেষ না ফেলিয়া	=	অনিমেষ	চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত	=	চাক্ষুষ
পদ্মের ন্যায় অক্ষি বা চোখ	=	পু-রীকাক্ষ			

বিভিন্ন রকম জয়ন্তী

পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	=	রজত জয়ন্তী	পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	=	সুবর্ণ জয়ন্তী
ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব	=	হীরক জয়ন্তী	একশত পঞ্চাশ বছর	=	সার্ধশতবর্ষ

বিভিন্ন রকম ইচ্ছা

অনুকরণ করার ইচ্ছা	=	অনুচিকীর্ষা	অনুসন্ধান করার ইচ্ছা	=	অনুসন্ধিৎসা	অপকার করার ইচ্ছা	=	অপচিকীর্ষা
উদক (জল) পানের ইচ্ছা	=	উদন্যা	করার ইচ্ছা	=	চিকীর্ষা	ক্ষমা করার ইচ্ছা	=	চিক্ষমিষা
খাইবার ইচ্ছা	=	ক্ষুধা	গমন করার ইচ্ছা	=	জিগমিষা	জয় করার ইচ্ছা	=	জিগীষা
জানবার ইচ্ছা	=	জিজ্ঞাসা	ত্রাণ লাভ করার ইচ্ছা	=	তিতীর্ষা	দান করার ইচ্ছা	=	দিৎসা
দেখবার ইচ্ছা	=	দিদৃক্ষা	নিন্দা করার ইচ্ছা	=	জুগুপ্সা	নির্মাণ করার ইচ্ছা	=	নির্মিৎসা
প্রতিকার করার ইচ্ছা	=	প্রতিচিকীর্ষা	প্রবেশ করার ইচ্ছা	=	বিবক্ষা	প্রতিবিধান করার ইচ্ছা	=	প্রতিবিধিৎসা
পান করার ইচ্ছা	=	পিপাসা	প্রিয় কাজ করার ইচ্ছা	=	প্রিয়চিকীর্ষা	বমন করার ইচ্ছা	=	বিবমিষা
বাস করার ইচ্ছা	=	বিবৎসা	বিজয় লাভের ইচ্ছা	=	বিজিগীষা	বেঁচে থাকার ইচ্ছা	=	জিজীবিষা
ভোজন করার ইচ্ছা	=	বুভুক্ষা	মুক্তি পেতে ইচ্ছা	=	মুমুক্ষা	যে রূপ ইচ্ছা	=	যদৃচ্ছা
রমণের ইচ্ছা	=	রিরংসা	লাভ করার ইচ্ছা	=	লিপ্সা	সৃষ্টি করার ইচ্ছা	=	সিসৃক্ষা
সেবা করার ইচ্ছা	=	শুশ্রূষা	হিত করার ইচ্ছা	=	হিতৈষা	হনন করার ইচ্ছা	=	জিঘাংসা

বিভিন্ন রকম ডাক

অশ্বের ডাক	=	হ্রেষা	কোকিলের ডাক	=	কুহু	কুকুরের ডাক	=	বুক্কন
পেঁচা বা উলূকের ডাক	=	ঘূৎকার	বাঘের ডাক	=	গর্জন	ময়ূরের ডাক	=	কেকা
মোরগের ডাক	=	শকুনিনাদ	রাজহাঁস (পক্ষির) কর্কশ ডাক	=	ক্রেঙ্কার	সিংহের নাদ (ডাক)	=	হুঙ্কার
হাতির ডাক	=	বৃংহণ বা বৃংহতি				বিহঙ্গের (পাখির) ডাক/ ধ্বনি	=	কূজন/ কাকলি।

বিভিন্ন রকম ধ্বনি

অলঙ্কারের ধ্বনি	=	শিঞ্জন	আনন্দজনক ধ্বনি	=	নন্দিঘোষ	গম্ভীর ধ্বনি	=	মন্দ্র
ঝন্‌ঝন শব্দ	=	ঝনৎকার	ধনুকের ধ্বনি	=	টঙ্কার	নূপুরের ধ্বনি	=	নিক্কণ
বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি	=	ঝংকার	বিহঙ্গের ধ্বনি	=	কাকলি	বীরের গর্জন	=	হুঙ্কার
ভ্রমরের শব্দ	=	গুঞ্জন	শুকনো পাতার শব্দ	=	মর্মর	সমুদ্রের ঢেউ	=	ঊর্মি
সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ	=	কল্লোল	সেতারের ঝংকার	=	কিঙ্কিনি	আনন্দের আতিশয্যে সৃষ্ট কোলাহল	=	হর্‌রা

বিভিন্ন রকম চামড়া বা খোলস

বাঘের চর্ম	=	কৃত্তি	সাপের খোলস	=	নির্মোক বা কঞ্চুক	হরিণের চর্ম	=	অজিন
হরিণের চর্মের আসন	=	অজিনাসন						

বিভিন্ন রকম শাবক বা বাচ্চা

- হাতির শাবক (বাচ্চা) = করভ
- ব্যাঙের ছানা = ব্যাঙাচি

নারী বিষয়ক বিভিন্ন বাক্য সংকোচন

- অবিবাহিত জ্যেষ্ঠা থাকার পরও যে কনিষ্ঠার বিয়ে হয় = অগ্রেদিধিষু
- উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত নটীগণের নৃত্য = যৌবত
- কুমারীর পুত্র = কানীন
- নারীর কটিভূষণ = রশনা
- নারীর কোমরবেষ্টনিভূষণ = মেখলা
- নারীর লীলাময়ী নৃত্য = লাস্য
- যে নারী অঘটন ঘটাতে পারদর্শী = অঘটনঘটনপটিয়সী
- যে নারী অতি উজ্জ্বল ও ফর্সা = মহাশ্বেতা
- যে নারী অপরের দ্বারা প্রতিপালিতা = পরভৃতা বা পরভৃতিকা
- যে নারীর অসূয়া (হিংসা) নেই = অনসূয়া
- যে নারী আনন্দ দান করে = বিনোদিনী
- যে নারী একবার সন্তান প্রসব করেছে = কাকবন্ধ্যা
- যে নারী কলহপ্রিয় = খা-নী
- যে নারী চিত্রে অর্পিতা বা নিবদ্ধা = চিত্রার্পিতা
- যে নারী চিরকাল পিতৃগৃহবাসিনী = চিরণ্টা
- যে নারীর দুটি মাত্র পুত্র = দ্বিপুত্রিকা
- যে নারী (বা গাভী) দুগ্ধবতী = পয়স্বিনী
- যে নারী দেহ সৌষ্ঠব সম্পন্না = অঙ্গনা
- যে নারীর নখ শূর্পের (কুলা) মত = শূর্পণখা
- যে নারীর পঞ্চ স্বামী = পঞ্চভর্তৃকা
- যে নারী পূর্বে অন্যের স্ত্রী ছিল = অন্যপূর্বা
- যে নারী প্রিয় বাক্য বলে = প্রিয়ংবদা
- যে নারী বার (সমূহ) গামিনী = বারাঙ্গনা
- যে নারীর বিয়ে হয়েছে = ঊঢ়া
- যে নারীর (মেয়ের) বিয়ে হয়নি = কুমারী
- যে নারীর বিয়ে হয় না = অনূঢ়া (আইবুড়ো অর্থে)
- যে নারী বীর = বীরাঙ্গনা
- যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে = বীরপ্রসূ
- যে নারী শিশুসন্তানসহ বিধবা = বালপুত্রিকা
- যে নারীর সতীন/শত্রু নেই = নিঃসপ্ত
- যে নারীর সন্তান হয় না = বন্ধ্যা
- যে নারীর সন্তান বাঁচে না = মৃতবৎসা
- যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে = নবোঢ়া
- যে নারী স্বয়ং পতি বরণ করে = স্বয়ংবরা
- যে নারী সাগরে বিচরণ করে = সাগরিকা
- যে নারীর স্বামী ও পুত্র জীবিত = বীরা বা পুরন্ধ্রী
- যে নারীর স্বামী ও পুত্র মৃত = অবীরা
- যে নারীর স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছে = অধিবিন্না
- যে নারীর স্বামী (ভর্তা) বিদেশে থাকে = প্রোষিতভর্তৃকা
- যে নারী সুন্দরী = রামা
- যে নারী সূর্যকে দেখে না (অন্তঃপুরে থাকে) = অসূর্যম্পশ্যা
- যে নারীর হাসি কুটিলতাবর্জিত = শুচিস্মিতা
- যে নারীর হাসি সুন্দর = সুস্মিতা
- যে মেয়ের বয়স দশ বৎসর = কন্যকা

পুরুষ বিষয়ক বিভিন্ন বাক্য সংকোচন

- পুরুষের কটিবন্ধ = সরাসন
- পুরুষের উদ্দাম নৃত্য = তা-ব
- পুরুষের কর্ণভূষণ = বীরবৌলি
- যে (পুরুষ) দ্বার পরিগ্রহ করেনি = অকৃতদার
- যে (পুরুষ) দ্বার পরিগ্রহ করেছে = কৃতদার
- (যে পুরুষ) পত্নীসহ বর্তমান = সপত্নীক
- (যে পুরুষ) স্ত্রীর বশীভূত = স্ত্রৈণ
- যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে = প্রোষিতপত্নীক বা প্রোষিতভার্য
- যে (পুরুষ) প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকতে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেছে = অধিবেত্তা

দিন, রাত্রি ও বিভিন্ন সময় সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

- দিনের পূর্ব ভাগ = পূর্বাহ্ণ
- দিনের মধ্য ভাগ = মধ্যাহ্ন
- দিনের অপর ভাগ = অপরাহ্ণ
- দিনের সায় (অবসান) ভাগ = সায়াহ্ন
- প্রায় প্রভাত হয়েছে এমন = প্রভাতকল্পা
- রাত্রির প্রথম ভাগ = পূর্বরাত্র
- রাত্রির মধ্যভাগ = মহানিশা
- রাত্রির শেষভাগ = পররাত্র
- রাত্রির তিনভাগ একত্রে = ত্রিযামা
- রাত্রিকালীন যুদ্ধ = সৌপ্তিক
- সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত = সাবন
- পুণ্যকর্ম সম্পাদনের জন্য শুভ দিন = পুণ্যাহ

- যে দিন তিন তিথির মিলন ঘটে = ত্র্যহস্পর্শ
- ঐতিহাসিককালেরও আগের = প্রাগৈতিহাসিক
- আশ্বিনমাসের পূর্ণিমা তিথি = কোজাগর
- মাসের শেষ দিন = সংক্রান্তি
- নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময়ে (গ্রীষ্মকাল) = নিদাঘ
- আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত = আদ্যোপান্ত
- সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই দ-কাল = ব্রাহ্মমুহূর্ত
- অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যাকালীন ব্রত (কুমারীদের) = সেঁজুতি

জন্ম, উৎপন্ন বিষয়ক বিভিন্ন বাক্য সংকোচন

- অনুতে (পশ্চাতে) জন্মেছে যে = অনুজ
- দুবার যার জন্ম হয়েছে = দ্বিজ
- ফুল হতে জাত = ফুলেল
- যার শুভ ক্ষণে জন্ম = ক্ষণজন্মা
- যে শিশু আটমাসে জন্মগ্রহণ করেছে = আটাসে
- যে সন্তান পিতার মৃত্যুর পর জন্মে = মরণোত্তরজাতক
- যে জমিতে ফসল জন্মায় না = ঊষর
- রেশম দিয়ে নির্মিত = রেশমি
- সরোবরে জন্মে যা = সরোজ
- জন্মে নাই যা = অজ

ব্যক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন বাক্য সংকোচন

- যার ঈহ (চেষ্টা) নেই = নিরীহ
- যার বেশবাস সংবৃত নয় = অসংবৃত
- যার অন্য কোনো উপায় নেই = অনন্যোপায়
- যার দাঁড়ি গোঁফ উঠেনি = অজাতশ্মশ্রু
- যার পুত্র নেই = অপুত্রক
- যার দুটি মাত্র দাঁত = দ্বিরদ (হাতি)
- যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে = প্রত্যুৎপন্নমতি
- যার বরাহের (শূকর) মতো খুর = বরাখুরে
- যার সব কিছু হারিয়েছে = হৃতসর্বস্ব
- যার দুহাত সমান চলে = সব্যসাচী
- যার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ আছে = জাতিস্মর
- যার বংশ পরিচয় বা স্বভাব কেউই জানে না = অজ্ঞাতকুলশীল
- যার কোনো তিথি নেই = অতিথি
- যার অর্থ নেই = অর্থহীন
- যিনি অতিশয় হিসাবি = পাটোয়ারি
- অন্যের অপেক্ষা করতে হয় না যাকে = অনপেক্ষ
- দেখে চোখের আশা মেটে না যাকে = অতৃপ্তদৃশ্য
- যে পরের গুণেও দোষ ধরে = অসূয়ক
- যে অগ্র পশ্চাৎ চিন্তা না করে কাজ করে = অবিমৃষ্যকারী
- যে সমাজের (বর্ণের) অন্তদেশে জন্মে = অন্ত্যজ
- যে আপনাকে হত্যা করে = আত্মঘাতী
- যে সুপথ থেকে কুপথে যায় = উন্মার্গগামী
- যে আকৃষ্ট হচ্ছে = কৃষ্যমাণ
- যে অপরের লেখা চুরি করে নিজনামে চালায় = কুম্ভীলক
- যে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে = কৃতার্থম্মন্য
- যে অন্য দিকে মন দেয় না = অনন্যমনা
- যে বিদ্যা লাভ করেছে = কৃতবিদ্য
- যে গমন করে না = নগ (পাহাড়)
- যে রোগ নির্ণয় করতে হাতড়িয়ে ক্লান্ত = হাতুড়ে
- যে ক্রমাগত রোদন করছে = রোরুদ্যমান
- যে রব শুনে এসেছে = রবাহুত
- যে সর্বত্র গমন করে = সর্বগ
- যে গৃহের বাইরে রাত্রিযাপন করতে ভালোবাসে = বারমুখো
- যে গাঁজায় নেশা করে = গেঁজেল
- আচারে নিষ্ঠা আছে যার = আচারনিষ্ঠ
- কোনো কিছু থেকেই যার ভয় নেই = অকুতোভয়
- কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী = কর্মঠ
- কাজে যার অভিজ্ঞতা আছে = করিতকর্মা
- শোনামাত্র যার মনে থাকে = শ্রুতিধর
- মায়া (ছল) জানে না যে = অমায়িক
- ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন যিনি = ঋত্বিক
- অবজ্ঞায় নাক উঁচু করেন যিনি = উন্নাসিক
- জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত
- ন্যায় শাস্ত্র জানেন যিনি = নৈয়ায়িক
- ঠেঙিয়ে ডাকাতি করে যারা = ঠ্যাঙারে
- ধুর (তীক্ষ্ণ বুদ্ধি) ধারণ করে যে = ধুরন্ধর
- সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই যার = নাস্তিক
- সব কিছু সহ্য করেন যিনি = সর্বংসহা
- যুদ্ধে স্থির থাকেন যিনি = যুধিষ্ঠির
- বিশেষ খ্যাতি আছে যার = বিখ্যাত
- স্বমত অন্যের উপর চাপিয়ে দেয় যে = স্বৈরাচারী
- হিত ইচ্ছা করে যে = হিতৈষী
- হরেক রকম বলে যে = হরবোলা

জয় ও দমন সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

- ইন্দ্রকে জয় করেন যিনি = ইন্দ্রজিৎ
- ইন্দ্রিয়কে জয় করেন যিনি = জিতেন্দ্রিয়
- শত্রুকে জয় করেন যিনি = পরঞ্জয় বা শত্রুজিৎ
- শত্রুকে হত্যা করেন যিনি = শত্রুঘ্ন
- অরিকে দমন করে যে = অরিন্দম

উপকার ও অপকার সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

- উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে = কৃতজ্ঞ
- উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে = অকৃতজ্ঞ
- উপকারীর অপকার করে যে = কৃতঘ্ন
- অপকার করার ইচ্ছা = অপচিকীর্ষা

বিভিন্ন স্থান সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

- যার দুই দিকে অপ (জল) = দ্বীপ
- যার চারদিকে স্থল = হ্রদ
- যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ = শ্বাপদসংকুল
- যে জমিতে দুবার ফসল হয় = দো-ফসলি
- যেখানে মৃতজন্তু ফেলা হয় = ভাগাড় / উপশল্য
- হাতি রাখার স্থান = পিলখানা
- ঘোড়া রাখার স্থান = আস্তাবল
- অকর্মণ্য গবাদি পশু রাখার স্থান = পিঁজরাপোল
- উচ্চস্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র কুটির = টঙ্গি
- কাচের তৈরি বাড়ি = শিশমহল
- আকাশ ও পৃথিবী বা স্বর্গ ও মর্ত্য = ক্রন্দসী
- আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরাল = রোদসী

নেতিবাচক বাক্য সংকোচন

- যা অতিক্রম করা যায় না = অনতিক্রম্য
- যা অপনয়ন (দূর) করা যায় না = অনপনেয়
- যা অস্বীকার করা যায় না = অনস্বীকার্য
- যা আগুনে পোড়ে না = অগ্নিসহ
- যাকে দমন করা যায় না = অদম্য
- যা নিন্দিত নয় = অনিন্দিত
- যা পরিমাণ করা যায় না = অপরিমেয়
- যা প্রমাণ করা যায় না = অপ্রমেয়
- যা বচন / বাক্যে প্রকাশযোগ্য নয়= অনির্বচনীয়
- যা ভাবা যায় না = অভাবনীয়
- যাকে স্থানান্তর করা যায় না = স্থাবর
- যা আঘাত পায়নি = অনাহত
- যা আহুত (ডাকা) হয়নি = অনাহুত
- যা বলা হয়নি = অনুক্ত
- যা অতি দীর্ঘ নয় = নাতিদীর্ঘ
- যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয় = নাতিশীতোষ্ণ
- কোনো ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না = অনিবার্য

পূর্ব সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

- যা পূর্বে কখনো হয়নি = অভূতপূর্ব
- যা পূর্বে ছিল এখন নেই = ভূতপূর্ব
- যা পূর্বে দেখা যায় নি = অদৃষ্টপূর্ব
- যা পূর্বে শোনা যায় নি = অশ্রুতপূর্ব
- যা পূর্বে চিন্তা করা যায়নি = অচিন্ত্যপূর্ব

কষ্টকর বা সহজ নয় সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

- যা অপনয়ন (দূর) করা কষ্টকর = দুরপনেয়
- যা উচ্চারণ করা কঠিন = দুরুচ্চার্য
- যা সহজে মুছে ফেলা যায় না = দুর্মোচ্য
- যা সহজে জানা যায় না = দুর্জ্ঞেয়
- যা কষ্টে জয় করা যায় না = দুর্জয়
- যা কষ্টে লাভ করা যায় না = দুর্লভ
- দমন করা কষ্টকর যাকে = দুর্দমনীয়

যোগ্য সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

- অন্তরে ঈক্ষণ যোগ্য = অন্তরীক্ষ
- আরাধনা করিবার যোগ্য = আরাধ্য
- ক্ষমার যোগ্য = ক্ষমার্হ
- ক্ষমার অযোগ্য = ক্ষমার্য
- ক্রয় করার যোগ্য = ক্রেয়
- খাওয়ার যোগ্য = খাদ্য
- খাওয়ার যোগ্য নয় = অখাদ্য
- ঘ্রাণের যোগ্য = ঘ্রেয়
- ঘৃণার যোগ্য = ঘৃণার্হ/ ঘৃণ্য
- চিবিয়ে খাবার যোগ্য = চর্ব্য
- চুষে খাবার যোগ্য = চোষ্য
- চেটে খাবার যোগ্য = লেহ্য
- জানিবার যোগ্য = জ্ঞাতব্য
- দান করার যোগ্য = দাতব্য
- দেওয়ার অযোগ্য = অদেয়
- ধন্যবাদের যোগ্য = ধন্যবাদার্হ
- নিন্দার যোগ্য নয় = অনিন্দ্য
- নৌ চলাচলের যোগ্য = নাব্য
- প্রশংসার যোগ্য = প্রশংসার্হ
- পাঠ করিবার যোগ্য = পাঠ্য
- পান করার যোগ্য = পেয়
- ফেলে দেবার যোগ্য = ফেল্না
- বলার যোগ্য নয় = অকথ্য
- বরণ করিবার যোগ্য = বরেণ্য বা বরণীয়
- বিক্রয় করার যোগ্য = বিক্রেয়
- মান-সম্মান প্রাপ্তির যোগ্য = মাননীয়
- রন্ধনের যোগ্য = পাচ্য
- শ্রবণের অযোগ্য = অশ্রাব্য
- স্মরণের যোগ্য = স্মরণার্হ

যাচ্ছে, হচ্ছে সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

- যা অস্ত যাচ্ছে = অস্তায়মান
- যা অনুভব করা হচ্ছে = অনুভূয়মান
- যা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে = অপসৃয়মাণ
- যা উপলব্ধি করা যাচ্ছে = উপলভ্যমান
- যা বহন করা হচ্ছে = নীয়মান
- য ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে = বর্ধিষ্ণু
- যা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে = ক্ষীয়মাণ
- যা ক্রমশ বিস্তীর্ণ হচ্ছে = ক্রমবিস্তার্যমান
- যা বলা হচ্ছে = বক্ষ্যমাণ
- যা পুনঃ পুনঃ দীপ্তি পাচ্ছে = দেদীপ্যমান
- যা পুনঃ পুনঃ দুলছে = দোদুল্যমান
- যা দীপ্তি পাচ্ছে = দেদীপ্যমান

ACHIEVEMENT career care BANK JOB

বর্ণ, গন্ধ সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

- ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার = আঁষটে
- নীল বর্ণ পদ্ম = ইন্দিবর
- রক্ত বর্ণ পদ্ম = কোকনদ
- শ্বেত বর্ণ পদ্ম = পু-রীক

গাছ, ফল ও ফসল সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

- চৈত্র মাসে উৎপন্ন ফসল = চৈতালি
- পৌষ মাসে উৎপন্ন ফসল = পৌষালি
- হেমন্তকালে উৎপন্ন ফসল = হৈমান্তিক
- ক্ষুদ্র গাছ = গাছড়া
- ফল পাকলে যে গাছ মরে যায় = ওষধি
- যে গাছ অন্যকে আশ্রয় করে বাঁচে = পরগাছা
- যে গাছ কোন কাজে লাগে না = আগাছা
- যে গাছে ফল ধরে কিন্তু ফুল ধরে না= বনস্পতি
- যে সব গাছ থেকে ঔষধ প্রস্তুত হয় = ঔষধি
- পদ্মের ডাঁটা বা নাল = মৃণাল
- পদ্মের ঝাড় বা মৃণালসমূহ = মৃণালিনী

গমন করা ও চরা সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

- জলে ও স্থলে চরে যে = উভচর
- বাতাসে (ক-তে) চরে যে = কপোত
- আকাশে (খ-তে) চরে যে = খেচর/খচর
- আকাশে (খ-তে) ওড়ে যে বাজি = খ-ধূপ
- সর্বত্র গমন করেন যিনি = সর্বগ
- গমন করেনা যা = নগ
- লাফিয়ে গমন করে যা = প্লবগ

পাণ্ডিত্য, দক্ষতা ও অভিজ্ঞ সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

- ইতিহাস রচনা করেন যিনি = ঐতিহাসিক
- ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি = ইতিহাসবেত্তা
- ইন্দ্রজাল (জাদু) বিদ্যায় পারদর্শী= ঐন্দ্রজালিক
- যিনি বক্তৃতা দানে পটু = বাগ্মী
- যে তির নিক্ষেপে পটু = তিরন্দাজ
- যে আপনাকে প-িত মনে করে = প-িতম্মন্য
- যে বিদ্যা লাভ করেছে = কৃতবিদ্য

ক্ষুদ্র বিষয়ক বাক্য সংকোচন

- ক্ষুদ্র হাঁস = পাতিহাঁস
- ক্ষুদ্র শিয়াল = খেঁকশিয়াল
- ক্ষুদ্র লেবু = পাতিলেবু
- ক্ষুদ্র লতা = লতিকা
- ক্ষুদ্র রাজা = রাজড়া
- ক্ষুদ্র রথ = রথার্ভক
- ক্ষুদ্র প্রলয় = খ-প্রলয়
- ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র = ভাঁড়
- ক্ষুদ্র চিহ্ন = বিন্দু
- ক্ষুদ্র বিন্দু = ফুটকি
- ক্ষুদ্র বাগান = বাগিচা
- ক্ষুদ্র ফোঁড়া = ফুসকুড়ি
- ক্ষুদ্র প্রস্তরখ- = নুড়ি
- ক্ষুদ্র নালা = নালি
- ক্ষুদ্র নাটক = নাটিকা
- ক্ষুদ্র নদী = সারণি
- ক্ষুদ্র ঢাক বা ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র = নাকাড়া
- ক্ষুদ্র জাতীয় বক = বলাক
- ক্ষুদ্র জাতীয় বকের শ্রেণি = বলাকা
- ক্ষুদ্র গ্রাম = পল্লিগ্রাম
- ক্ষুদ্র গাছ = গাছড়া
- ক্ষুদ্র কূপ = পাতকুয়া
- ক্ষুদ্রকায় ঘোড়া = টাট্টু
- ক্ষুদ্র বা নিচু কাঠের আসন = পিঁড়ি
- ক্ষুদ্র অঙ্গ = উপাঙ্গ

হাত ও পা সংক্রান্ত বাক্য সংকোচন

- হাতের প্রথম আঙুল (বুড়ো আঙুল) = অঙ্গুষ্ঠ
- হাতের দ্বিতীয় আঙুল = তর্জনী
- হাতের তৃতীয় আঙুল = মধ্যমা
- হাতের চতুর্থ আঙুল = অনামিকা
- হাতের পঞ্চম আঙুল = কনিষ্ঠা
- হাতের তেলো বা তালু = করতল
- হাতের কব্জি = মণিবন্ধ
- হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশ = প্রকোষ্ঠ
- হাতের কব্জি থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত = পাণি
- পা ধোয়ার জল = পাদ্য
- পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক

শিক্ষকের আলোচ্য | ক্লাসের বিষয়াবলীর উপরে তাৎক্ষণিক চর্চা

০১ **আলাওলের 'তোহফা' কোন ধরনের কাব্য?**
ক. আত্মজীবনী খ. প্রণয় কাব্য খ. নীতিকাব্য ঘ. জঙ্গনামা

০২ **কবি গানের প্রথম কবি কে?**
ক. গোঁজলা পুট (গুই) খ. হরু ঠাকুর গ. ভবানী ঘোষ ঘ. নিতাই বৈরাগী

০৩ **'ইউসুফ জোলেখা' প্রণয় কাব্য অনুবাদ করেছেন-**

ক. দৌলত উজির বাহরাম খান খ. মাগন ঠাকুর গ. আলাওল ঘ. শাহ্ মুহম্মদ সগীর

০৪ লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা কে?

ক. আলাওল খ. কোরেশী মগন গ. দৌলত কাজী ঘ. সৈয়দ সুলতান

০৫ দোভাষী পুঁথি বলতে কি বোঝায়?

ক. দুই ভাষায় রচিত পুঁথি খ. কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুঁথি গ. তৈরি করা কৃত্রিম ভাষায় রচিত পুঁথি ঘ. আঞ্চলিক বাংলায় রচিত পুঁথি

০৬ বাংলা কোরআন শরীফের প্রথম অনুবাদক কে?

ক. কেশব চন্দ্র সেন খ. গিরিশচন্দ্র সেন ঘ. মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ঘ. মাওলানা আকরাম খাঁ

০৭ বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি কে?

ক. সারদা দেবী খ. চন্দ্রাবতী গ. স্বর্ণকুমারী দেবী ঘ. সুফিয়া কামাল

০৮ বাংলা সাহিত্যে যুগ সন্ধিক্ষণের কবি কে?

ক. চন্ডীদাস খ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গ. নবীনচন্দ্র সেন ঘ. মুকুন্দরাম ঙ. কোনটিই নয়

০৯ পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক-

ক. সৈয়দ হামজা খ. আব্দুল হাকিম গ. ভারতচন্দ্র রায় ঘ. দৌলত কাজী

১০ বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ কোনটি?

ক. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ. বাংলা সাহিত্যের কথা ঘ. বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা

১১ কোন গ্রন্থটি ঢাকা হতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল?

ক. মেঘনাদবধ কাব্য খ. দুর্গেশনন্দিনী গ. নীল-দর্পণ ঘ. অগ্নি-বীণা

১২ মুসলমান রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য-

ক. ইউসুফ-জোলেখা খ. রসুল বিজয় গ. নূরনামা ঘ. শবে মেরাজ

১৩ লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা কে?

ক. আলাওল খ. সৈয়দ সুলতান গ. কোরেশী মাগন ঠাকুর ঘ. দৌলত কাজী

১৪ প্রথম বাংলা সমার্থক শব্দের অভিধান সংকলন করেন-

ক. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খ. অশোক মুখোপাধ্যায় গ. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ঘ. জগন্নাথ চক্রবর্তী

১৫ 'বনফুল' কার ছদ্মনাম?

ক. প্রমথ চৌধুরী খ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় গ. যতীন্দ্রমোহন বাগ্চী ঘ. মোহিতলাল মজুমদার

১৬ বাংলা গীতি কবিতায় 'ভোরের পাখি' কাকে বলা হয়?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মোহিতলাল মজুমদার গ. বিহারীলাল চক্রবর্তী ঘ. গোবিন্দ চন্দ্র দাস

১৭ বাংলাদেশে ইসলামী রেঁনেসার কবি কাকে বলা হয়?

ক. তালিম হোসেন খ. ফররুখ আহমদ গ. আল মাহমুদ ঘ. কায়কোবাদ

১৮ 'নীললোহিত' কার ছদ্মনাম?

ক. সমরেশ মজুমদার খ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গ. রাজশেখর বসু ঘ. সমর সেন

১৯ বাংলাদেশের জনগনের কাছে 'জননী সাহসিকা' অভিধায় অভিসিক্ত-

ক. কবি বেগম সুফিয়া কামাল খ. প্রফেসর ড. নীলিমা ইব্রাহিম গ. শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ঘ. সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী বেগম রোকেয়া

২০ কোনটি শুদ্ধ—

ক. মরু + উদ্যান = মরুদ্যান খ.পরি + ইক্ষা = পরীক্ষা গ. প্রতি + উষ = প্রত্যুষ ঘ. গঙ্গা + উর্মি = গঙ্গোর্মি

২১ সন্ধি বিচ্ছেদ করুন : পর্যালোচনা

ক. পর্য + আলোচনা খ. পরি + আলোচনা গ. পর্যা + লোচনা ঘ. পর্যালো + চনা ঙ. পরিআলো + চনা

২২ প্রান্তর কি জাতীয় সন্ধি?

ক. স্বরসন্ধি খ. ব্যঞ্জন সন্ধি গ. বিসর্গ সন্ধি ঘ. নিপাতনে সিদ্ধ ঙ. কোনটিই নয়

২৩ "পর্যন্ত" শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী?

ক. পর্ + যন্ত খ. পর্য + অন্ত গ. পরি + অন্ত ঘ. পরি + যন্ত ঙ. পরঃ + অন্ত ।

২৪ কোন সন্ধিটি নিপাতনে সিদ্ধ?

ক. পর + পর = পরস্পর খ. বাক + দান = বাগদান গ. উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ ঘ. সম + সার = সংসার

২৫ বহ্ন্যুৎসব শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে পাই-

ক. বহ্ন্য + উৎসব খ. বহ্ন্যু + সব গ. বহ্ন্য + উৎসব ঘ. বহ্নি + উৎসব

শিক্ষার্থীর করণীয় | বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ বিষয়ক (অনুশীলন)

০১. মধ্যযুগের কবি নন কে?
ক. জয়নন্দী খ. বড়ু চণ্ডীদাস গ. গোবিন্দ দাস ঘ. জ্ঞান দাস

০২. কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব ঘটে কখন?
ক. আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে খ. ষোড়শ শতকের শেষার্ধে ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে
গ. সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে ঘ. উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে

০৩. কবি গানের প্রথম কবি কে?
ক. গোঁজলা পুট (গুই) খ. হরু ঠাকুর গ. ভবানী ঘোষ ঘ. নিতাই বৈরাগী

০৪. আলাওলের 'তোহফা' কোন ধরনের কাব্য?
ক. আত্মজীবনী খ. প্রণয় কাব্য খ. নীতিকাব্য ঘ. জঙ্গনামা

০৫. 'পরাগলী মহাভারত' খ্যাত গ্রন্থের অনুবাদকের নাম কী?
ক. সঞ্জয় খ. কবীন্দ্র পরমেশ্বর গ. শ্রীকর নন্দী ঘ. কাশীরাম দাস

০৬. প্রাচীনতম বাঙালি মুসলমান কবি কে?
ক. আলাওল খ. সৈয়দ সুলতান গ. মুহম্মদ খান ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর

০৭. কবি আলাওলের জন্মস্থান কোনটি?
ক. ফরিদপুরের সুরেশ্বর খ. চট্টগ্রামের জোবরা গ. বার্মার আরাকান ঘ. চট্টগ্রামের পটিয়া

০৮. লোকসাহিত্য কাকে বলে?
ক. গ্রামীণ নরনারীর প্রণয় সংবলিত উপাখ্যানকে খ. লোক সাধারণের কল্যাণে দেবতার স্তুতিমূলক রচনাকে
গ. লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী, গান, ছড়া ইত্যাদি ঘ. গ্রামীন অশিক্ষিত ও অখ্যাত লোকের সৃষ্ট রচনাকে

০৯. লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা কে?
ক. আলাওল খ. কোরেশী মগন গ. দৌলত কাজী ঘ. সৈয়দ সুলতান

১০. 'মহুয়া' পালাটির রচয়িতা-
ক. দ্বিজ কানাই খ. মনসুর বয়াতি গ. নয়নচাঁদ ঘোষ ঘ. দ্বিজ ঈশান

১১. 'ইউসুফ জোলেখা' প্রণয় কাব্য অনুবাদ করেছেন-
ক. দৌলত উজির বাহরাম খান খ. মাগন ঠাকুর গ. আলাওল ঘ. শাহ্ মুহম্মদ সগীর

১২. দোভাষী পুঁথি বলতে কি বোঝায়?
ক. দুই ভাষায় রচিত পুঁথি খ. কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুঁথি
গ. তৈরি করা কৃত্রিম ভাষায় রচিত পুঁথি ঘ. আঞ্চলিক বাংলায় রচিত পুঁথি

১৩. হিন্দি 'পদুমাবৎ'-এর অবলম্বনে পদ্মাবতী কাব্যের রচয়িতা-
ক. দৌলত উজির বাহরাম খান খ. সৈয়দ সুলতান গ. আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ ঘ. আলাওল

১৪. বটতলার পুঁথি বলতে কি বোঝায়?
ক. মধ্যযুগীয় কাব্যের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি খ. বটতলা নামক স্থানে রচিত কাব্য
গ. দোভাষী বাংলায় রচিত পুঁথি সাহিত্য ঘ. অবিমিশ্র দেশজ বাংলায় রচিত লোকসাহিত্য

১৫. কবি গান রচয়িতা এবং গায়ক হিসেবে এরা উভয়েই পরিচিত-
ক. রাম বসু এবং ভোলা ময়রা খ. এন্টনি ফিরিঙ্গি এবং রামপ্রসাদ রায় গ. সাবিরিদ খান এবং দশরথী ঘ. আলাওল এবং ভারতচন্দ্র

১৬. বাংলা কোরআন শরীফের প্রথম অনুবাদক কে?
ক. কেশব চন্দ্র সেন খ. গিরিশচন্দ্র সেন ঘ. মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ঘ. মাওলানা আকরাম খাঁ

১৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি কে?

ক. সারদা দেবী খ. চন্দ্রাবতী গ. স্বর্ণকুমারী দেবী ঘ. সুফিয়া কামাল

১৮. **বাংলা ভাষায় 'রামায়ণ' কে প্রথম রচনা করেন?**
ক. জয়দেব খ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ. ভুসুকু ঘ. কৃত্তিবাস

১৯. **বাংলা সাহিত্যে যুগ সন্ধিক্ষণের কবি কে?**
ক. চণ্ডীদাস খ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গ. নবীনচন্দ্র সেন ঘ. মুকুন্দরাম ঙ. কোনটিই নয়

২০. **নিচের কোনটি মধ্যযুগের কাব্যের প্রধান একটি ধারা?**
ক. মঙ্গল কাব্য খ. রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান গ. অনুবাদ সাহিত্য ঘ. বৈষ্ণবপদাবলী ঙ. কোনটিই নয়

২১. **নিচের কোনজন মধ্যযুগের কবি নন?**
ক. কায়কোবাদ খ. আলাওল গ. মাগন ঠাকুর ঘ. জ্ঞানদাস

২২. **কবি চন্দ্রাবতী কোন অঞ্চলের মানুষ ছিলেন?**
ক. হবিগঞ্জ খ. নেত্রকোণা গ. সুনামগঞ্জ ঘ. কিশোরগঞ্জ

২৩. **পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক-**
ক. সৈয়দ হামজা খ. আব্দুল হাকিম গ. ভারতচন্দ্র রায় ঘ. দৌলত কাজী

২৪. **কার সংগৃহীত গীতিকা সম্পাদনা করে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন ময়মনসিংহ গীতিকা নামে প্রকাশ করেন?**
ক. মনসুর বয়াতি খ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী গ. মালাধর বসু ঘ. চন্দকুমার দে

২৫. **'ঠাকুরমার ঝুলি' কী জাতীয় রচনা?**
ক. রূপকথা খ. উপকথা গ. ক্যান্টাসি ঘ. ব্রতকথা

২৬. **'মৈমনসিংহ গীতিকা' কে সম্পাদনা করেছেন?**
ক. ড. দীনেশচন্দ্র সেন খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গ. ড. আহমদ শরীফ ঘ. আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ

ঃ উত্তরমালা ঃ

০১	ক	০২	ক	০৩	ক	০৪	গ	০৫	খ	০৬	ঘ	০৭	খ	০৮	গ	০৯	গ	১০	ক
১১	ঘ	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	গ	১৫	খ	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ক
২১	ক	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	ক								

শিক্ষার্থীর করণীয় | বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিষয়াবলি ও প্রকাশনা (অনুশীলন)

০১. **বাংলা গদ্যের জনক কে?**
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ. উইলিয়াম কেরি ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

০২. **বাংলা সাহিত্যের আদি কবি কে?**
ক. কাহ্ন পা খ. ঢেণ্ডন পা গ. লুই পা ঘ. ভুসুকু পা

০৩. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ কোনটি?**
ক. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খ. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ. বাংলা সাহিত্যের কথা ঘ. বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা

০৪. **বাংলা সাহিত্যে সনেট রচনার প্রবর্তক কে?**
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. দেবেন্দ্রনাথ সেন ঘ. মোহিতলাল মজুমদার

০৫. **কোন গ্রন্থটি ঢাকা হতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল?**

ক. মেঘনাদবধ কাব্য   খ. দুর্গেশনন্দিনী   গ. নীল-দর্পণ   ঘ. অগ্নি-বীণা

০৬. মুসলমান রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য-

ক. ইউসুফ-জোলেখা   খ. রসুল বিজয়   গ. নূরনামা   ঘ. শবে মেরাজ

০৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনতম মুসলমান কবি-

ক. শাহ মুহম্মদ সগীর   খ. শাবারিদ খান   গ. শেখ ফযজুল্লাহ   ঘ. মুহম্মদ কবীর

০৮. পুথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক-

ক. সৈয়দ হামজা   খ. আবদুল হাকিম   গ. ভারতচন্দ্র রায়   ঘ. দৌলত কাজী

০৯. 'পদাবলি'র প্রথম কবি কে?

ক. শ্রীচৈতন্য   খ. বিদ্যাপতি   গ. চ-ীদাস   ঘ. জ্ঞানদাস

১০. লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা কে?

ক. আলাওল   খ. সৈয়দ সুলতান   গ. কোরেশী মাগন ঠাকুর   ঘ. দৌলত কাজী

১১. বাংলা গদ্যের জনক কাকে বলা হয়?

ক. লুইপা   খ. কাহ্নপা

গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর   ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়   ঙ. আলাওল

১২. কোন বাঙালি নাট্যকার বাংলা নাটকের পথিকৃৎ?

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত   খ. দীনবন্ধু মিত্র

গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   ঘ. গিরিশচন্দ্র ঘোষ   ঙ. প্যারীচাঁদ মিত্র

১৩. বাংলায় টি এস ইলিয়টের কবিতার প্রথম অনুবাদক?

ক. বুদ্ধদেব বসু   খ. বিষ্ণু দে   গ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত   ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪. ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের নাম কী?

ক. কপালকু-লা   খ. নীলদর্পণ   গ. মরুশিখা

ঘ. মেঘনাদবধ   ঙ. কোনটিই নয়

১৫. বাংলা কাব্যে 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' প্রবর্তন করেন কে?

ক. কায়কোবাদ   খ. সুকান্ত ভট্টাচার্য

গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্রাসাগর   ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত   ঙ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬. প্রথম বাংলা সমার্থক শব্দের অভিধান সংকলন করেন-

ক. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ   খ. অশোক মুখোপাধ্যায়   গ. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান   ঘ. জগন্নাথ চক্রবর্তী

১৭. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটক কোনটি?

ক. কবর   খ. শর্মিষ্ঠা   গ. ভদ্রার্জুন   ঘ. নীল দর্পণ

১৮. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ কোনটি?

ক. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস   খ. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য   গ. বাংলা সাহিত্যের কথা   ঘ. বাংলা সাহিত্যর রূপরেখা

১৯. বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্র কোনটি?

ক. দিকদর্শন   খ. সংবাদ প্রভাকর   গ. তত্ত্ববোধিনী   ঘ. বঙ্গদর্শন

২০. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ কে রচনা করেন?

ক. সুকুমার সেন   খ. দীনেশচন্দ্র সেন   গ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ   ঘ. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঃ উত্তরমালা ঃ

০১	ক	০২	গ	০৩	খ	০৪	ক	০৫	গ	০৬	ক	০৭	ক	০৮	ক	০৯	খ	১০	ঘ
১১	গ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	ক	২০	খ

শিক্ষার্থীর করণীয় | বাংলা সাহিত্যিকদের উপাধি ও ছদ্মনাম বিষয়ক (অনুশীলন)

০১. 'বনফুল' কার ছদ্মনাম?

ক. প্রমথ চৌধুরী খ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় গ. যতীন্দ্রমোহন বাগ্চী ঘ. মোহিতলাল মজুমদার

০২. 'ছন্দের যাদুকর' কাকে বলা হয়?

ক. রাজশেখর বসু খ. কামিনী রায় গ. গোবিন্দ দাস ঘ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

০৩. বিনয় কুমার মুখোপাধ্যায় এর ছদ্মনাম কী?

ক. বনফুল খ. যাযাবর গ. অবধূত ঘ. বীরবল

০৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম হল-

ক. পরশুরাম খ. নীললোহিত গ. ভানুসিংহ ঠাকুর ঘ. গাজী মিয়া

০৫. বাংলা গীতি কবিতায় 'ভোরের পাখি' কাকে বলা হয়?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মোহিতলাল মজুমদার গ. বিহারীলাল চক্রবর্তী ঘ. গোবিন্দ চন্দ্র দাস

০৬. কোনটি ভারতচন্দ্রের উপাধি?

ক. কবিকণ্ঠহার খ. রায়গুণাকর গ. কবিকঙ্কন ঘ. কবিরঞ্জন

০৭. 'সাহিত্য সম্রাট' কাকেব বলা হয়?

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

০৮. 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' কার উপাধি?

ক. বঙ্কিমচন্দ্র খ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ. মধুসূদন ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

০৯. বাংলাদেশে ইসলামী রেঁনেসার কবি কাকে বলা হয়?

ক. তালিম হোসেন খ. ফররুখ আহমদ গ. আল মাহমুদ ঘ. কায়কোবাদ

১০. 'মরমী কবি' কাকে বলা হয়?

ক. হাসন রাজা খ. সুলতান মিয়াজী গ. আলাউদ্দিন খাঁ ঘ. ঈসা খাঁ

১১. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের 'প্রথম বিদ্রোহী কবি'-

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. অজিত দত্ত

১২. 'পলস্নী কবি' কার উপাধি?

ক. জসীম উদ্দীনের খ. জীবনানন্দ দাশের গ. হাসান হাফিজুর রহমানের ঘ. নজরুল ইসলামের

১৩. বাংলাদেশের জনগনের কাছে 'জননী সাহসিকা' অভিধায় অভিসিক্ত-

ক. কবি বেগম সুফিয়া কামাল খ. প্রফেসর ড. নীলিমা ইব্রাহিম গ. শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ঘ. সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী বেগম রোকেয়া

১৪. 'দাদু ভাই' কার ছদ্ম নাম?

ক. আলমুতি শরফুদ্দিন খ. শওকত ওসমান গ. কাজী মোতাহের হোসেন ঘ. রোকনুজ্জামান খান

১৫. 'নীললোহিত' কার ছদ্মনাম?

ক. সমরেশ মজুমদার খ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গ. রাজশেখর বসু ঘ. সমর সেন

১৬. বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে সব্যসাচী লেখক কাকে বলা হয়?

ক. হুমায়ূন আহমেদ খ. আলাউদ্দিন আল আজাদ গ. আল মাহমুদ ঘ. সৈয়দ শামসুল হক

১৭. কোন কবিকে স্বভাব কবি নামে অভিহিত করা হয়?

ক. সুকান্ত খ. মুকুন্দ দাস গ. আবদুল করিম ঘ. গোবিন্দ চন্দ্র দাস ঙ. আলাওল

১৮. 'দৃষ্টিহীন' কার ছদ্মনাম?

ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. মধুসূদন মজুমদার গ. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র ঘ. বিহারীলাল চক্রবর্তী

১৯. প্রখ্যাত সাহিত্যিক শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম কোনটি?

ক. আবুল ফজল খ. আব্দুল হাই গ. কাজেম আল কুরায়েশী ঘ. শেখ আজিজুর রহমান

২০. 'নীল লোহিত' কার ছদ্মনাম?

ক. সমরেশ মজুমদার খ. রাজ শেখর বসু গ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঘ. সমর সেন

ঃ উত্তরমালা ঃ

০১	খ	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	গ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	ঘ	০৮	ঘ	০৯	খ	১০	ক
১১	ক	১২	ক	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	খ	১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	গ

শিক্ষার্থীর করণীয় — সন্ধি বিষয়ক (অনুশীলন)

০১. কোনটি শুদ্ধ—

ক. মরু + উদ্যান = মরুদ্যান খ.পরি + ইক্ষা = পরীক্ষা গ. প্রতি + উষ = প্রত্যুষ ঘ. গঙ্গা + উর্মি = গঙ্গোর্মি

০২. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন : পর্যালোচনা

ক. পর্য + আলোচনা খ. পরি + আলোচনা গ. পর্যা + লোচনা ঘ. পর্যালো + চনা ঙ. পরিআলো + চনা

০৩. 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?

ক. পদক্রম খ. রূপতত্ত্ব গ. ধ্বনিতত্ত্ব ঘ. বাক্যপ্রকরণ

০৪. 'সংগীত' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

ক. সং + গীত খ. সং + গিত গ. সম + গীত ঘ. সম + গিত ঙ. সু + গীত

০৫. 'ক্ষুধার্ত' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ-

ক. ক্ষুৎ + আর্ত খ. ক্ষুধা + আর্ত গ. ক্ষুধা + ঋত ঘ. ক্ষুধ + আর্ত

০৬. নাবিক শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ-

ক. ন + ইক খ. নবৌ + ইক গ. নৌ + ইক ঘ. নবো + ইক

০৭. কোন বাংলা পদের সন্ধি হয় না?

ক. ক্রিয়া খ. অব্যয় গ. বিশেষ্য ঘ. বিশেষণ

০৮. 'শীতার্ত' শব্দটির সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?

ক. শীত + ঋত খ. শীত + আর্ত গ. শিত + ঋত ঘ. শিত + আর্ত

০৯. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন : অর্ধেক =

ক. আধা + এক খ. অর্ধ + এক গ. অর্ধে + ক ঘ. অর্ধ + ক ঙ. কোনটিই নয়

১০. প্রান্তর কি জাতীয় সন্ধি?

ক. স্বরসন্ধি খ. ব্যঞ্জন সন্ধি গ. বিসর্গ সন্ধি ঘ. নিপাতনে সিদ্ধ ঙ. কোনটিই নয়

১১. 'দ্যুলোক' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কি হবে?

ক. দূত + লোক খ. দ্বী + লোক গ. দিব্ + লোক ঘ. দ্যুৎ + লোক ঙ. দ্বী + আলোক

১২. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন : পরস্পর

ক. পরস্ + পর খ. পরঃ + পর গ. পর + পর ঘ. পারস্ + পর ঙ. কোনোটিই নয়

১৩. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন : মৃন্ময়

ক. মৃ + ময় খ. মৃৎ + ময় গ. মৃঃ + ময় ঘ. মৃন্ + ময় ঙ. কোনোটিই নয়

১৪. 'রান্না'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

ক. রান + না খ. রাঁদ + না গ. রান্ন + আ ঘ. রাঁধ + না ঙ. কোনটিই নয়

১৫. 'আবির্ভাব' শব্দটি গঠিত হয়েছে -

ক. সন্ধি দ্বারা খ. উপসর্গ দ্বারা গ. অনুসর্গ দ্বারা ঘ. প্রত্যয় দ্বারা ঙ. সবগুলোই

১৬. 'লবণ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

ক. ল + বন খ. লো + অন গ. লো + বন ঘ. ল + বণ ঙ. কোনটিই নয়

১৭. পাশাপাশি দুটি বর্ণ বা ধ্বনির মিলনকে কি বলে?

ক. সমাস খ. ধ্বনি বিপর্যয় গ. অপিনিহিত ঘ. সন্ধি ঙ. কোনটিই নয়

১৮. "পর্যন্ত" শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী?

ক. পর্ + যন্ত খ. পর্য + অন্ত গ. পরি + অন্ত ঘ. পরি + যন্ত ঙ. পর্ঃ + অন্ত ।

১৯. 'পদ্ধতি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ:

ক. পদ + ধতি খ. পৎ + ধতি গ. পদ্ + হতি ঘ. পথ + ধতি ঙ. পদ + ইতি

২০. গায়ক শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ :

ক. গৈ + য়ক খ. গৈ + অক গ. গা + অক ঘ. গ: + আক ঙ. গায় + অক

২১. গতানুগতিক শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কি?

ক. গত + আনুগতিক খ. গতা + অনুগতিক গ. গত + অনুগতিক ঘ. গতানু + গতিক ঙ. গতা + আনুগতিক

২২. ব্যর্থ শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ-

ক. বি + আর্থ খ. ব্য + অর্থ গ. বি + অর্থ ঘ. ব্যা + অর্থ ঙ. বি: + অর্থ

২৩. দ্যুলোক শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ :

ক. দু + লোক খ. দিব + লোক গ. দ্বি + লোক ঘ. দুই + লোক ঙ. দৈব + লোক

২৪. পাশাপাশি দুটি বর্ণ বা ধ্বনির মিলনকে কি বলে?

ক. সমাস খ. ধ্বনি বিপর্যয় গ. অপিনিহিত ঘ. সন্ধি ঙ. কোনটিই নয়

২৫. 'জনৈক' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ-

ক. জন + ইক খ. জন + এক গ. জনৈ + ক ঘ. জন + ঈক ঙ. জন + ঐক্য

২৬. 'অহরহ' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোন্টি?

ক. অহ + রহ খ. অহঃ + রহ গ. অহঃ + অহ ঘ. অহ + অহ ঙ. অহঃ + অহঃ

২৭. 'ব্যর্থ' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ হলো-

ক. বি + অর্থ খ. ব্য + অর্থ গ. বি + অর্থ ঘ. ব্যা + অর্থ ঙ. ব্যা + র্থ

২৮. **সন্ধির প্রধান সুবিধা কী?**

ক. উচ্চারণের সুবিধা　খ. লেখার সুবিধা　গ. শোনার সুবিধা　ঘ. পড়ার সুবিধা

২৯. **কোনটি 'নিরাময়' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ?**

ক. নিরা + ময়　খ. নির + আময়　গ. নির + ময়　ঘ. নিঃ + ময়

উত্তর: সঠিক উত্তর নাই।

৩০. **'বাগাড়ম্বর' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ-**

ক. বাগ + আম্বর　খ. বাগ + আড়ম্বর　গ. বাক + অম্বর　ঘ. বাক্ + আড়ম্বর

৩১. **কোন সন্ধিটি নিপাতনে সিদ্ধ?**

ক. পর + পর = পরস্পর　খ. বাক + দান = বাগদান　গ. উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ　ঘ. সম + সার = সংসার

৩২. **'মনস্তাপ' এর সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?**

ক. মনোঃ + তাপ　খ. মন + তাপ　গ. মনস + তাপ　ঘ. মনো + তাপ

উত্তর: সঠিক উত্তর নাই।

৩৩. **'উন্নত' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?**

ক. উৎ + নত　খ. উন্নী + ত　গ. উৎ + নীত　ঘ. উৎ + নিত

৩৪. **'বিচ্ছেদ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?**

ক. বিঃ + ছেদ　খ. বি + ছেদ　গ. বিৎ + ছেদ　ঘ. বিচ্ + ছেদ

৩৫. **'স্বাগত' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?**

ক. স্বা + আগত　খ. স্বা + গত　গ. সু + আগত　ঘ. সা + আগত

৩৬. **'ভাবুক' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?**

ক. ভৌ + উক　খ. ভো + উক　গ. ভাব + উক　ঘ. ভৌ + অক

৩৭. **'গবেষণা' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?**

ক. গব + এষণা　খ. গবে + এষণা　গ. গৌ + এষণা　ঘ. গো + এষণা

৩৮. **'ষোড়শ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?**

ক. ষট + দশ　খ. সড় + শ　গ. ষোড় + অশ　ঘ. ষোড় + শ

৩৯. **নাবিক শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ হল-**

ক. নৌ + ইক　খ. নবৌ + ইক　গ. নবো + ইক　ঘ. ন + ইক

৪০. **বহ্ন্যুৎসব শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে পাই-**

ক. বহ্ন্যু + উৎসব　খ. বহ্ন্যু + সব　গ. বহ্ন্য + উৎসব　ঘ. বহ্নি + উৎসব

৪১. **'প্রাতঃকাল' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?**

ক. প্রাতঃ + কাল　খ. প্রাত + কাল　গ. প্রাত্ + কাল　ঘ. প্রাতশ + কাল

ঃ উত্তরমালা ঃ

০১	ঘ	০২	খ	০৩	গ	০৪	গ	০৫	গ	০৬	গ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	খ	১০	ক
১১	গ	১২	গ	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	ক	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	গ	২০	খ
২১	ক	২২	গ	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	গ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	খ	৩০	ক
৩১	ক	৩২	ক	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	গ	৩৬	ক	৩৭	ঘ	৩৮	ক	৩৯	ক	৪০	ঘ

৪১	ক																			

শিক্ষার্থীর করণীয়	(ব্যাংক সমূহের) বিগত সালের প্রশ্ন ও উত্তর (২০১৮ - ২০১৯)

1. সন্ধির নিয়মানুসারে ঈ + অ = ? BB, Assistant Director (General) 18
ক. য্ + অ খ. য্ + আ গ. আ+য্ ঘ. অ+য্ উ: ক

2. আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরালকে এক কথায় বলে: BB, Officer (Cash) 16
ক. ক্রন্দসী খ. অতলস্পর্শী গ. আমশি ঘ. রোদসী উ: ক

3. সন্ধির প্রধান সুবিধা কি? BB, AD, (Freedom Fighter Quota'15)
ক. উচ্চারণের সুবিধা খ. লেখার সুবিধা গ. শোনার সুবিধা ঘ. পড়ার সুবিধা উ: ক

4. 'নিষ্ঠা' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)
ক. নিস্ + ঠা খ. নিঃ + ঠা গ. নিঃ + ষ্ঠা ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ

5. কোনটি সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ? BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)
ক. পত + অঞ্জলি = পতঞ্জলি খ. অন্তঃ + লিন = অন্তর্লীন গ. তথা + এবচ = তথৈবচ ঘ. ষট+আনন = ষড়ানন উ: গ

6. 'যে ব্যক্তি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ভিক্ষা করে বেড়ায়' এক কথায় কি হবে? BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)
ক. মাধুকরী খ. মধুকর গ. অর্বাচীন ঘ. অবিমৃষ্যকারী উ: ক

7. নিয়মানুসারে কোনটি সন্ধি- 2 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (General-2018)
ক. কুলটা খ. কটাক্ষ গ. পশ্চাধর ঘ. দেশান্তর উ: ঘ

8. 'অশ্ব রথ হস্তী ও পদাতিক সৈন্যের সমাহার' এক কথায় কি হবে? 2 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (General-2018)
ক. শারপ্রাংশু খ. চতুরঙ্গ গ. সংসপ্তক ঘ. কুশচীলব উ: খ

9. কোন সন্ধিটি নিপাতনে সিদ্ধ? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (Senior Officer'18)
ক. বাক্ +দান = বাগদান খ. উৎ+ছেদ= উচ্ছেদ গ. পর+পর= পরস্পর ঘ. সম+সার=সংসার

10. কোনটি অশুদ্ধ সন্ধি বিচ্ছেদ? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (Senior Officer'18)
ক. মনঃ+কষ্ট = মনঃকষ্ট খ. প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল গ. মনঃ + কামনা = মনঃকামনা ঘ. অন্তঃ+করণ = অন্তঃকরণ উ: গ

11. 'ছন্দে নিপুণ যিনি' এক কথায় কি হবে? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (Senior Officer'18)
ক. কবি খ. ছান্দসিক গ. ছন্দবেত্তা ঘ. ছন্দদাতা উ: খ

12. কোনটি সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ? 3 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18)
ক. উৎ+শাস= উচ্ছ্বাস খ. উৎ+ডীণ= উড্ডীণ গ. বৃহৎ+ঢক্কা= বৃহড্ঢক্কা ঘ. লভ্ +ধ= লব্ধ উ: গ

13. পরস্পর কাছাকাছি ধ্বনি বা বর্ণের মিলনকে বলে? 3 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18)
ক. কারক খ. প্রত্যয় গ. সন্ধি ঘ. সমাস উ: গ

14. বিসর্গ সন্ধির একটি উদাহরণ হলো- 5 Govt. Banks & Financial Institutes (Officer'18)
ক. সংস্কৃত খ. আচ্ছন্ন গ. জ্যোতিরিন্দ্র ঘ. গোষ্পদ উ: গ

15. 'হরণ করার ইচ্ছা'- এর এক কথায় প্রকাশযোগ্য রূপ– 5 Govt. Banks & Financial Institutes (Officer'18)
ক. জিহীর্ষা খ. বিভ্রমিষা গ. বিবিক্ষা ঘ. জুগুপ্সা উ: ক

16. 'উচিত কথায় মামা বেজার'– এটি যে শ্রেণির প্রবাদ– 5 Govt. Banks & Financial Institutes (Officer'18)
ক. সমালোচনামূলক খ. অভিজ্ঞতাবাচক গ. নীতিমূলক ঘ. ব্যঙ্গাত্মক উ: ক

17. পৌ + অক = ?
ক. পবক খ. পৌবক গ. পাবক ঘ. পাবন উ: গ

18. 'বলার ইচ্ছা' কে এক কথায় কি বলে? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18) [cancelled]
ক. বিলেচ্ছা খ. বলেচ্ছা গ. বলব গ. বিবক্ষা উ: ঘ

19. কোনট প্রবচন? Solani Bank Ltd. & Janata Bank Ltd. Senior Officer (IT/ICT-18)
ক. ধরাকে সরা জ্ঞান করা খ. ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া গ. পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে ঘ. দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানো উ: খ

20. 'ষোড়শ' এর সন্ধি বিচ্ছেদ: Solani Bank Ltd. & Janata Bank Ltd. Senior Officer (IT/ICT-18)
ক. ষোল + দশ খ. ষট + দশ গ. ষট্ + দশ ঘ. ষট + দশী উ: গ

21. যে ব্যক্তি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ভিক্ষা করে বেড়ায় তাকে এক কথায় বলা হয়– Solani Bank Ltd. Officer (Cash-18)
ক. মাধুকরী খ. পরিব্রজা গ. মধুকর ঘ. পরগাছা উ: ক

22. পাশাপাশি দুটি বর্ণ বা ধ্বনির মিলনকে কি বলে? Solani Bank Ltd. Officer (Cash-18)
ক. সমাস খ. সন্ধি গ. ধ্বনি বিপর্যয় ঘ. অপিনিহিতি উ: খ

23. যে বহু বিষয় জানে তাকে এক কথায় বলা হয়– Solani Bank Ltd. Officer (Cash-18)
ক. সর্বজ্ঞ খ. সবজান্তা গ. বহুজ্ঞ গ. কোনোটিই নয় উ: গ

24. 'যে নারীর স্বামী ও পুত্র নেই'– এর বাক্য সংকোচন কোনটি? Solani Bank Ltd. (Officer-18)
ক. অনূঢ়া খ. অবীরা গ. নবোঢ়া ঘ. কুমারী উ: খ

25. 'মনীষা'– শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী? Solani Bank Ltd. (Officer-18)
ক. মন+ ঈষা খ. মনঃ + ঈষা গ. মনস + ঈষা ঘ. মনো + ঈষা উ: গ

26. 'ভানুমতির খেল' প্রবচনটির অর্থ– Solani Bank Ltd. (Officer-18)
ক. চালবাজি খ. ভেলকিবাজি গ. ফটকাবাজি ঘ. ফেরববাজি উ: খ

27. অকালে যাকে জাগরণ করা হয় তাকে এক কথায় কি বলে? PKB (Senior Executive Officer-18)
ক. সভ্যসাচী খ. প্রত্যুদগম গ. কিংকর্তবিমূঢ় ঘ. অকালবোধন উ: ঘ

28. জাতি + অভিমান = PKB (Senior Executive Officer-18)
ক. জাত্যাভিমান খ. জাত্যভিমান গ. জাতিভিমান ঘ. জাতভিমান উ: খ

29. কোনটি সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ? PKB (Senior Executive Officer-18)
ক. সম্ + চয়= সঞ্চয় খ. রাজ + জ্ঞী = রাজ্ঞী গ. শ + অন + শয়ন ঘ. মনো + কষ্ট = মনঃকষ্ট উ: ক

30. 'যার কোনো কিছু থেকেই ভয় নেই'– এক কথায় প্রকাশ কি? PKB, Executive Officer (Cash-18)
ক. অভয় খ. ভয়শূণ্য গ. অকুতোভয় ঘ. নির্ভীক উ: গ

31. 'ষড়ঋতু' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ– PKB, Executive Officer (Cash-18)
ক. ষট্ + ঋতু খ. ষড় + ঋতু গ. ষড়ঃ + ঋতু ঘ. ষষ্ট + ঋতু উ: নোট

32. আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরালকে এক কথায় কি বলে? Palli Sanchay Bank (Cash Assistant-18)
ক. অতলস্পর্শী খ. ক্রন্দসী গ. আমাশি ঘ. রোদসী উ: ঘ

33. মৃন্ময়- এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? Jiban Bima Corporation (Junior Officer-18)
ক. মম + ময় খ. মন + ময় গ. মৃৎ + ময় ঘ. মস + ময় উ: গ

34. এক কথায় প্রকাশ করম্নন: 'কর দান করে যে'। GAS Transmission Co. Ltd. Asst. Manager (General-18)
ক. করদ খ. প্রজা গ. অধীন ঘ. আশ্রিত উ: ক

35. এক কথায় প্রকাশ করম্নন: 'যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না'– GAS Transmission Co. Ltd. Asst. Manager (General-18)
ক. পতিত খ. অনুর্বর গ. উষর ঘ. বন্ধ্যা উ: গ

36. 'সুখী মানুষ সূর্যোদয়ে আনন্দিত হয় এবং রাত্রির আগমনে পুলকিত হয়ে থাকে।'– কোন ধরনের বাক্য? BB, Officer (Cash) 16
ক. যৌগিক খ. মিশ্র গ. জটিল ঘ. সরল উ: ক

37. "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"– এখানে 'কিংবা' অব্যয়টি কোন অব্যয়? BB, AD, (Freedom Fighter Quota'15)
ক. অনুকার অব্যয় খ. বিয়োজক অব্যয় গ. সমুচ্চয়ী অব্যয় ঘ. সংযোজন অব্যয় উ: খ

38. "কর্মভোগ এড়ানো যায় না" এখানে 'কর্ম' কোন অর্থ প্রকাশ করছে? BB, AD, (Freedom Fighter Quota'15)
ক. পেশা খ. অনুষ্ঠান গ. কৃতকর্ম ঘ. কর্তব্য উ: গ

39. তুমি না বলেছিলে আগামীকাল আসবে? এখানে 'না' এর ব্যবহার কি অর্থে? BB, AD, (Freedom Fighter Quota'15)
ক. না বাচক খ. হ্যাঁ বাচক গ. প্রশ্নবোধক ঘ. বিস্ময়সূচক উ: গ

40. √কাঁদ + অন- কোন প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত? BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)
ক. কৃৎ প্রত্যয় খ. তদ্ধিত প্রত্যয় গ. বাংলা কৃৎ প্রত্যয় ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ

41. 'শ্রবণ' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)
ক. শ্রবণ +অ খ. √শ্রী+অন গ. √শ্রু+অন ঘ. √শ্রব+অন উ: গ

42. 'মানব' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? 2 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (General-2018)
ক. মনু + অব খ. মনু + ষ্ণ গ. মা+নব ঘ. মান+অব উ: খ

43. 'সতীশ' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? 2 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (General-2018)

ক. সতি + ইশ　খ. সতি + ঈশ　গ. সতী + ইশ　ঘ. সতী + ঈশ　উ: ঘ

44. বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (Senior Officer'18)

ক. চামার　খ. ধারালো　গ. মোড়ক　ঘ. পোষ্টাই　উ: গ

45. 'শ্রদ্ধা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (Senior Officer'18)

ক. শ্রৎ+√ধা + আ　খ. শ্রৎ+√ ধা +অ+আ　গ. শ্র+√ধা+আ　ঘ. শ্রু+√ধা+আ　উ: খ

46. 'জ্যান্ত' শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় কী? 3 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18)

ক. জ্যান+ত　খ. জান্ +তচ　গ. জ+এ্যান্ত　ঘ. জী + অন্ত　উ: ঘ

47. বিদেশি অব্যয়ের উদাহরণ হলো- 5 Govt. Banks & Financial Institutes (Officer'18)

ক. ইদানিং　খ. বেশ　গ. যদি　ঘ. অপিচ　উ: খ

48. নিচের যেটি সম্বন্ধ পদের বিভক্তি নয়– 5 Govt. Banks & Financial Institutes (Officer'18)

ক. র　খ. এর　গ. রা　ঘ. কার　উ: গ

49. বাংলা বাক্যের আবশিষ্যক বৈশিষ্ট্য নয়– 5 Govt. Banks & Financial Institutes (Officer'18)

ক. অর্থসংগতি　খ. অন্যপদের আকাঙ্ক্ষা না থাকা
গ. পদগত অন্বয়　ঘ. অপরিবর্তনযোগ্য পদক্রম　উ: খ

50. 'রোগ হলে ওষুধ খাবে'- এ বাক্যে 'খাবে' কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? Solani Bank Ltd. & Janata Bank Ltd. Senior Officer (IT/ICT-18)

ক. অনুরোধ অর্থে　খ. বিধান অর্থে　গ. আদেশ অর্থে　ঘ. উপদেশ অর্থে　উ: খ

51. তিনি বিদ্বান, অথচ সৎ ব্যক্তি নন- বাক্যে 'অথচ' কোন প্রকারের অব্যয়? Solani Bank Ltd. & Janata Bank Ltd. Senior Officer (IT/ICT-18)

ক. সংযোজক　খ. বিয়োজক　গ. অনন্বয়ী　ঘ. সংকোচক　উ: ঘ

52. 'তবু না বলা কথাটি সবাই মেনে নেয়'– বাক্যটির নেতিবাচক রূপ– Solani Bank Ltd. (Senior Officer-18)

ক. তবু না বলা কথাটি সবাই মেনে নেয় না।　খ. তবু না বলা কথাটি সবাই মেয়ে না নিয়ে পারে না।
গ. তবু না বলা কথাটি সবার মানার উপায় থাকে না।　ঘ. তবু না বলা কথাটি সবার মানতে হয়।　উ: খ

53. 'ছেলেটি এমন আঁকাই এঁকেছে!' বাক্যে যে ধরনর কর্মপদ ব্যবহৃত হয়েছে– Solani Bank Ltd. (Senior Officer-18)

ক. মুখ্যকর্ম　খ. ধাতুর্থক কর্ম　গ. গৌণকর্ম　ঘ. প্রযোজক কর্ম　উ: খ

54. কোনটি সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ? Solani Bank Ltd. Officer (Cash-18)

ক. উৎ+শাস = উচ্ছ্বাস　খ. উৎ + ডণ = উড্ডীণ　গ. বৃহৎ + ঢক্কা = বৃহড্ডক্কা　ঘ. লভ্ + ধ = লব্ধ　উ: গ

55. লাজ শব্দটি কোন পদ? Solani Bank Ltd. (Officer-18)

ক. বিশেষ্য　খ. বিশেষণ　গ. বিশেষণের বিশেষণ　ঘ. ক্রিয়া　উ: ক

56. 'ছেলে তো নয় যেন ননীর পুতুল'– এখানে 'যেন' Solani Bank Ltd. (Officer-18)

ক. অব্যয়　খ. বিশেষ্য　গ. বিশেষণ　ঘ. সর্বনাম　উ: ক

57. 'Like priest, like pupil'- এর বাংলা প্রবচন কোনটি? Solani Bank Ltd. (Officer-18)

ক. যেমন কর্ম তেমন ফল　খ. যেমন গাওয়া তেমন পাওয়া　গ. যেমন গুরু, তেমন চেলা　ঘ. যেমন কুকুর, তেমন মুগুর　উ: গ

58. 'A golden key can open any door' প্রবাদটির অর্থ– Rupali Bank Ltd. Officer (Cash-18)

ক. টাকায় বাঘের দুধ মেলে　খ. পরিশ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি　গ. টাকা দেবে গৌরী সেন　ঘ. বন্ধ দুয়ার খোলে স্বর্গলোকের চাবি　উ: ক

59. 'এ পোশাকটি মানায়নি।' এই বাক্যটি– উদাহরণ।

ক. কর্মবাচ্যের　খ. ভাববাচ্যের　গ. কর্মকর্তৃবাচ্যের　ঘ. কর্তৃবাচ্যের　উ: গ

60. 'জেলে' এর সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কী? PKB, Executive Officer (Cash-18)

ক. জেল + এ　খ. জাল + ইয়া　গ. জাল + আ　ঘ. জালা + এ　উ: খ

61. 'লয়' শব্দটির বিশেষণ পদ কী? Jiban Bima Corporation (Junior Officer-18)

ক. লয়া　খ. লেয়　গ. লীন　ঘ. লিন　উ: গ

62. 'মধুর' এ পদের বিশেষণ রূপটি হলো: Jiban Bima Corporation (Junior Officer-18)

ক. মাধুরী　খ. মধুতা　গ. মধুময়　ঘ. মধুরতা　উ: গ

63. 'নবোঢ়া' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? combined 8 Banks (SO-19)

ক. নব + উঢ়া　খ. নবঃ + উঢ়া　গ. নবো + উঢ়া　ঘ. নব + উরা　উ: ক

64. 'যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ' এক কথায় কি হবে? combined 8 Banks (SO-19)

ক. দুর্গম　খ. অরণ্য জনপদ　গ. বিপদসংকুল　ঘ. শ্বাপদসংকুল　উ: ঘ

65. 'বহু দেখেছে যে' এক কথায় কি হবে? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. দরদর্শী খ. সমদর্শী গ. দার্শনিক ঘ. ভুয়োদর্শী উ: ঘ

66. **'উদ্ধার' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?** combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. উদ্ + হার খ. উৎ + ধার গ. উত + হার ঘ. উৎ + হার উ: ঘ

67. **'সাহচার্য' শব্দের শুদ্ধ গঠন কোনটি?** combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. সাহ + চার + র্য খ. সাহ + চার + য গ. সহচর + য ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ

68. **'দৈনিক' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?** Sonali Bank, Officer (Cash-19)

ক. দৈ + এক খ. দৈ + দিক গ. দিন + এক ঘ. দৈঃ + নিক উ: নোট

69. **'ছন্দে নিপুর যিনি' এক কথায় কি হবে?** Combined 2 Bank, (IT/ICT) Officer-19

ক. কবি খ.ছান্দকি গ. ছন্দবেত্তা ঘ. কোনটিই নয় উ: খ

70. **কোনটি অশুদ্ধ সন্ধি বিচ্ছেদ?** Combined 2 Bank, (IT/ICT) Officer-19

ক. মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট খ. প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল গ. মনঃ+ কামনা = মনঃকামনা ঘ. আন্তঃ+করণ = আন্তঃকরণ উ: গ

71. **ন্যায় শব্দের বিশেষণ** combined 8 Banks (SO-19)

ক. ন্যায়কৃত খ. ন্যায্য গ. ন্যায়সঙ্গত ঘ. নীতিবাদ উ: খ

72. **'বক্তব্য' এর সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?** combined 8 Banks (SO-19)

ক. √বক্ + তব্য খ. √বক্ত + অব্য গ. √বচ্ + তব্য ঘ. √বক্ত + ব্য উ: গ

73. **'নালিশটা অযৌক্তিক' কোন ধরনের বাক্য?** combined 8 Banks (SO-19)

ক. নেতিবাচক খ. অস্তিবাচক গ. অনুজ্ঞাবাচক ঘ. প্রশ্নবাচক উ: খ

74. **ধাতুর পর কোন প্রত্যয় যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য বুঝায়?** combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. আই খ. আল গ. আন ঘ. আও উ: ক

75. **'বিপদ এবং দুঃখ একই সঙ্গে আসে' কোন ধরনের বাক্য?** combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. সরল খ. যৌগিক গ. জটিল ঘ. মিশ্র উ: খ

76. **'মহিমা' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?** combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. মহি + মা খ. মহা + ইমা গ. মহিম + আ ঘ. মহৎ + ইমন উ: ঘ

77. **'জাগারিত' শব্দের প্রভৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?** Sonali Bank, Officer (Cash-19)

ক. √জাগ্ + ত খ. √জাগ + রিত গ. √জাগ্ + ইত ঘ. √ কোনোটিই নয় উ: গ